অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

প্রণীত ও প্রকাশিত।

১৫ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

প্রিণ্টার :—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী।

মেট্‌কাফ্ প্রেস্,

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

মূল্য কাগজ ও মলাটের তারতম্য-অনুসারে

উৎসর্গ

এই স্বার্থপর জগতে যাঁহার পবিত্র হৃদয়ে

শিশুর সরলতা,

যাঁহার ফুলের সহিত অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ,

যাঁহার কুকুর, মুর্গী প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পক্ষীর সহি

অপূর্ব্বসহানুভূতি,

যাঁহার রঙ্গকেলী তুলিকা-স্পর্শে পল্লী-বালকের

ও পল্লী-বালিকার আনন্দ ও বিষাদ

উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠে,

যাঁহার হৃদয় মূর্ত্তিমতী করুণার

অপূর্ব্ব দেউল,

যিনি গল্প লিখিতে সিদ্ধহস্ত ও যাঁহার

ছোট গল্প গুলি

sonnets in prose,

যাঁহার কবিতা শ্রীভগবানের গুণ গাইতে গাইতে

তাঁহাতে তন্ময় হইয়া যায়,

যিনি আমাকে শত বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন,

সেই মহাপ্রাণ সুহৃৎ-প্রধান

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে

এই "শিশুমঙ্গল"

প্রীতি-উপহার-স্বরূপ অর্পিত হইল।

নিবেদন।
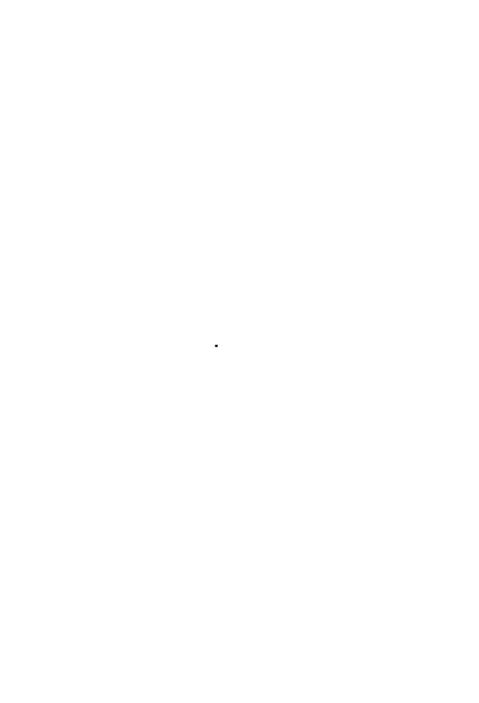
কাল ৺শারদীয়া পূজার আরম্ভ। শ্রীভগবানের অপার মহিমা-প্রভাবে ও তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ-বলে, গত দশ দিনের মধ্যে, আমার প্রণীত ও প্রকাশিত দশখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া আজ (৩০এ আশ্বিন—বুধবারে) প্রকাশিত হইল। আমার বন্ধুবর সুকবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত "দেউল" কাব্যও অদ্য প্রকাশিত হইত; কিন্তু গ্রন্থখানির আকার কিছু ছোট হইয়াছে বলিয়া, তিনি এক্ষণে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। সম্ভবতঃ কাব্যখানি ১০।১৫ দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

যাহাতে গ্রন্থগুলি এই কয় দিবসের মধ্যেই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য পুত্রপ্রতিম শ্রীমান্ ভবতারণ সরকার বি, এ—শ্রীকৃষ্ণপাঠশালার হেড্‌মাষ্টার—যার পর নাই পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল, তথাপি তিনি "একা—একশত" হইয়া খাটিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য-ব্যতিরেকে এ "অসাধ্য" কখনই "সাধ্য" হইত না। আশীর্ব্বাদ করি তিনি সর্ব্বপ্রকার আনন্দের ভাগী হউন।

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুযুগল; চৈতন্য লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় ও সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়—মুক্তহস্তে নিজ নিজ লাই-

ব্রেরীর মাসিক পত্রাদি দিয়া প্রেসগুলির জন্য কাপি প্রস্তুত করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ-গুণে এই নয় দশ দিনের মধ্যেই আমার প্রায় সমস্ত গ্রন্থগুলির কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। এজন্য আমি তাঁহাদের কাছে চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

গত দুই তিন দিবসের মধ্যে Acme প্রেসের আমার বন্ধুরা—কবি চিত্তরঞ্জন দাস, কবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ও আমার ফটোর ব্লক্ প্রস্তুত করিয়া ও ছবিগুলি প্রিণ্ট করিয়া আমাকে যারপর নাই সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছেও আমি চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

বাণী প্রেস, এমেরাল্ড প্রেস, নিউ ইণ্ডিয়া প্রেস, সাণ্ডেল প্রেস, ভিক্টোরিয়া প্রেস, মেট্‌কাফ্ প্রেস, মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ও আমার ধন্যবাদের পাত্র। সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র,স্নেহাস্পদ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,মোহিতমোহন মজুমদার, কৃষ্ণবিহারি গুপ্ত, ভূতনাথ সাহা, নলিনীমোহন ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ পাল ও কয়েকটি ছাত্র বিবিধ প্রকারে,আমাকে যথেষ্ট সাহায্যদান করিয়াছেন ; এজন্য তাঁহারাও আমার ধন্যবাদের পাত্র।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, "অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল", "অপূর্ব্ব নৈবেদ্য" প্রভৃতি "অপূর্ব্ব হইল" কি প্রকারে ? ইহার উত্তরে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি,—এই কাব্যগুলির অধিকাংশ কবিতাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছে। এই জন্যই তাহারা অপূর্ব্ব ! বড় মানুষের ঘরের ঝি চাকরও বড় মানুষ !

"অশোক গুচ্ছ" কাব্যে, "স্বর্ণলতা" কবিতার গৌর-চন্দ্রিকাটি ভ্রমবশতঃ মুদ্রিত না হওয়ায়, কবিতা ও পাঠক উভয়েই বিপন্ন হইয়াছেন। সংক্ষেপে গল্পটি এই—স্বর্ণলতার পিতা ঘোর মাতাল ছিল। তাহার বালিকা কন্যার হাতে একটি দু-আনি ছিল; অনুরোধসত্ত্বেও বালিকা সে দু-আনি মাতাল পিতাকে দেয় নাই,—এই জন্য পাষণ্ড পিতা কন্যার বুকে সজোরে পদাঘাত করে। কন্যা মরিয়া গেল, কিন্তু সে, নিজমুখে, কন্যা-হন্তার নাম প্রকাশ করে নাই।

অবকাশ-অভাবে "মালঞ্চে"র ভূমিকা লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। তা হউক্,—Good wine needs no bush.

গ্রন্থগুলিতে শত শত ত্রুটী রহিয়া গেল। আশা করি, সহৃদয় পাঠকপাঠিকারা মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সূচীপত্র

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল। *

(১)

সোণার যাদু, নমু বাবু, পেয়ে তোরে সবে,
ভাস্‌ছি মোরা, হাস্যমুখে, নিত্য নবোৎসবে।
(তোর) মধুর লীলা, মধুর হাসি, মধুর রোদন-রোল,
নিত্য আনে দুর্গাপূজা, নিত্য-নূতন-দোল!
ভেসে ভেসে, কিরণস্রোতে, দোলায়ে কচি হাত,
এসেছিস্‌ কি স্বরগ হ'তে কণক-পারিজাত?
ফুলের আসব, ফুলের সৌরভ, কচি দেহেতে তোর:
ফুলের হাসি, ফুলের গৌরব, শোভার নাহি ওর!
রাঙা অধর, তনু নধর, কচি পা দুখানি;--
ফুলে গড়া, ফুলে ভরা, তুই কি ফুলদানী?
তুই মোর পরী, তুই মোর নুরী, তুই মোর হীরামন:
পরশমাণিক, গলার হার, বুক-জুড়ান' ধন!
রাঙাবাবু, নমু বাবু, পেয়ে তোরে সবে,
ভাস্‌চি মোরা ফুল্লবুকে বিজয়-মহোৎসবে!

* আমার ক্ষুদ্র নাতি-"নমুধন" কে উপলক্ষ করিয়া এই কবিতাটি রচিত হইয়াছে

২

যাদু সোণা, নয় ধোনা, নাইরে তোর তুল,
হারি মানে, শ্রাবণ মাসের কচি কদম ফুল,
(আর) হারি মানে, জাতি যূথী ঊষার কাণের দুল!
নাল ভাওলেট্ ভেজিলিলি মোহিত তোর রূপে ;
তোর কাছেতে হাসি-বিদ্যা শিখে গিয়েছে চুপে !
তোরে দেখি হাস্যমুখী গোলাপ কুসুমরাণী :
(তার) ভাসে ঢল্ ঢল্ শিশির-জলে রাঙা তনুখানি !
তোরে হেরি প্রজাপতি নাচে পুষ্পদলে ;
(তার) হিরণ-বরণ পাখা দুটীর নয়নমণি জ্বলে !
নীল ঝুমকো ভেবে সারা, কোথা হ'তে এল
লাল ঝুম্‌কা ? হায়রে যাহে সারা ভুবন আলো !
হোলো অতসী মসীবরণ তোরে হেরি লাজে ;
(আর) বিষাদিনী, কমলিনী আঁখি মুদে সাঁঝে !
কে দেখ্‌বি ? আয়নে সবে, পাতি মোহন ফাঁদ,
ধ'রেছি মোরা দুটি করে, নীল আকাশের চাঁদ।
(আমি) কেমন ক'রে আদর করি কিছুই না জানি !
(যেন) মহা সৌখীন ফুলবাবুর নীল চসমাখানি !
কোথায় লাগে লেডি ক্যানিং ? মোহন মতিচুর,
রসগোল্লা হ'তে তুই, আরো সুমধুর !
তুইরে বাঁশি, তুইরে বীণা, নূপুর ঝুমঝুম ;
মধুর কোমল ফুলশয্যায় তুইরে মধুর ঘুম ;

নিষ্পাপ! তুই সাধুর আশীষ
ত্রিতাপ-হারণকারা!
সতী-অধরে শুভ্র হাসি
ভুবন-মানসহারা!
তুই পুণ্য, তুই মঙ্গল, তুই বিশ্বপ্রেম;
সুন্দর তুই, অতি সুন্দর, জিনি রত্ন হেম।
ওরে মোহন মোমের পুতুল, -- তরল ঢলঢল,
কোমল তুই, অতিকান্ত, অতি সুকোমল!
হেরি রূপ, লাজে চুপ, ঝরে শিরিষ ফুল! --
যাদু সোণা, মাণিক ধোনা, কোথায় রে তোর তুল?

৩

(তুই) দেব আকাশে ইন্দ্রধনু, হারে যাতে তুলি;
(তুই) লাল সোহাগে, গোলাপবাগে, রতির বুল্‌বুলি!
(তুই) মধু মাসেতে, অলকাতে, কোকিল-কুহরণ;
(তুই) নববকুলে, বৃন্দাবনে, ভ্রমর-গুঞ্জরণ!
(তুই) গোলাপি রেশম গোলাপি পশম, গোলাপি
মখ্‌মল;
মনোরঞ্জন, তুই চন্দন, ধবল সুশীতল!
(তুই) সন্ন্যাসীর কমণ্ডলুর পূত গঙ্গাজল;
জগন্নাথের প্রসাদ তুই, স্বাদু নিরমল
(তুই) চৈত্র মাসে অশোকগুচ্ছ: লালে লাল ছটা
চেলিতে মধুর নববধূর তুই রে সিন্দুর-কৌটা

(তুই) শুক্রতারার কিরণধারা, তুই রে দেবের মালা :
কমলালেবুর সরবৎ তুই, তুই মিছরির মালা !
তুইরে মধুর গ্রামোফোঁ, ম্যাজিক্ লাণ্টেন তুই,
তোর পানেতে চেয়ে চেয়ে অবাক্ হ'য়ে রই !
মানস-সরে খেলা করে মরাল মরালবধূ ;
ফোটে তথা সোণার কমল, তারি তুই মধু !
পরী দশনে সুনির্ম্মিত তুইরে শটার মুকুর ;
মধুর মধুর, তুইরে মধুর রাধার পায়ের নূপুর !
(তুই) নন্দনবনে, নবধরণে, লাল অপরাজিতা ;
(তুই) মধু হইতে, আরো মধুর, রবির সুকবিতা ;
(তুই) ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্ মলয় বাতাস ভুবন-মানসহারী ;
(তুই) দার্জিলিংএ, ঝির্ ঝির্ ঝির্ বিমল নিঝর-বারি !
ব্রজাঙ্গনা কাব্যের তুই ললিত মধুর ধ্বনি,
চিত্তাকাশে স্থির বিজলি, তুইরে যাদুমণি !
(তুই) জ্যোৎস্নারাতি, আঁধার ভাতি, তুইরে মধুমাস ;
(তুই) ফুলের হাসি, ফুলের নৃত্য, ফুলের মৃদুশ্বাস !
(তুই) দেবগণের রত্নমালা, অতি সুমধুরা ;
বিশ্বনাথের মন্দিরেতে তুইরে সোণার চূড়া
(তুই) ল্যাফ্ল্যাণ্ডে মনোহরা অরোরা বোরিয়ালিস্,
(তুই) আর্কেডিয়ার অফুরন্ত জয়জয়ন্তী bliss,
তুই স্বাস্থ্য, তুই চারুতা, তুইরে আশালতা,
তুইরে আরাম, তুইরে বিরাম, মধুর উপকথা।

তুইরে মধুর সুখস্বপ্ন, তুইরে প্রফুল্লতা,
টস্‌টসে তুই ইক্ষুরস, সোমের সরসতা।
(তুই) আনন্দ, মকরন্দ, গোলাপী নেশা তুই,
তুইরে অতুল, তুইরে অতুল, তুইরে ভুবনজয়ী,
(তুই) বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, লালমোহন, গজা ;
তুইরে দেবের পাদপীঠ, তুইরে দেবের ধ্বজা !
তুইরে আমার খুদে খদ্যোৎ, তুইরে সোণার অলি,
তুইরে আমার গোলাপকুঁড়ি, তুইরে চাঁপার কলি।
তুই মনোহর ফুলের টোপর, শিউলি ফুলের সাজি :
কবি-উপমার আঙ্গুর-বাক্স খালি কল্লি আজি !

৪

এইরূপেতে অনুক্ষণ, তোর রূপেতে ভোর,
দিবানিশি, তোরি ধ্যানে, ঘুচ্‌বে মায়ার ঘোর ;
(আর) শুভক্ষণে পাব মুক্তি, ওরে চিত্তচোর !
(তখন) দেখ্‌ব আমি, বিভোর হ'য়ে, দিব্যনয়ন মেলি,
তোর দেহেতে, নন্দদুলাল, কচ্চে রঙ্গকেলি !
(আহা) যাবে ভরি আলোর ছটায়, আমার মানসকূপ ;
(আমি) নয়ন ভরি, গোলাপরূপ পিব অপরূপ !
নীরদ-বরণ, সুপীত-বসন কিবা মোহন সাজে,
ললিত চমক, ললিত ঠমক, ঝলকি অলক রাজে
নাচ্‌ছে শিশু, কনক নূপুর রুণু রুণু রুণু বাজে !

(তখন) যুগল শিশু এক হ'য়েছে !—দেখ্‌বো মুখোস্ খুলি।
আমি সোহাগভরে সেই একেরে কোলেতে নিব তুলি !
(আর) নেচে নেচে, হেসে হেসে, বল্‌বো মধুর বুলি :—
"তুই লাবণ্য মূর্ত্তিমান্, মূর্ত্তিমতী শোভা ;—
ললিত ললিত তুই সঙ্গীত, তুইরে মনলোভা।
কনককোটোর তুই যৌতুক, তুই কহিনুর মণি ;
শাঁকের বাদ্যি তুই বিবাহে, তুইরে উলুর ধ্বনি !
ময়ূরপুচ্ছ, কুসুমগুচ্ছ, তুইরে ফুলের তোড়া !
নীলকান্ত পদ্মরাগের—তুইরে মাণিক যোড়া।
(তুই) শরৎকালে দীঘির জলে রক্তকোকনদ ;
রিণিকিরিণি শিঞ্জিনী জিনি, গীতগোবিন্দীপদ !
(তুই) চণ্ডীদাসের মধুরগীতি মর্ম্ম-পরশিনী !
(তুই) বিদ্যাপতির রঙ্গভরা পদ ঝঙ্কারিণী !
(তুই) হরিৎশাখে থর্ থর্ থর্ ফুলের সুখোচ্ছ্বাস,
(তুই) তরুমর্ম্মের মর্ম্মরধ্বনি—গভীর সুখোচ্ছ্বাস !
কপোতকণ্ঠের গৌরব তুই, তুইরে শোভার খনি,
চুনি পান্না রতন-মাঝে তুই মধ্যমণি !
শ্যামল, পীত, সবুজ, নীল,—নানাবর্ণের জাল,—
তার মাঝেতে জ্বল্ জ্বল্ উজল তুইরে বরণ লাল !
নিদাঘকালের চাতক আমি, তুইরে জলদ-বারি,
(আমি) পিয়ে অমিয়া অমর আজি ! যাইরে বলিহারি !

স্বর্ণলতা।

[সারাদিন বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমিও তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় সেই সপ্তমবর্ষীয়া ক্ষুদ্র স্বর্ণলতা প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্ণলতা প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তাহার হাতে একটি দু-আনি ছিল; তাহার মাতাল পিতা আসিয়া মদ খাইবার জন্য দু-আনিটি চাহিল। কন্যা দিল না; মাতাল-পিতা সক্রোধে, সজোরে তাহার বক্ষে পদাঘাত করিল। কন্যা রক্ত বমন করিয়া মরিয়া গেল, কিন্তু 'বাবা মারিয়াছে' এ কথা প্রকাশ করে নাই। হে বঙ্গের মাতাল! ইংরেজের খোলা-ভাটি ও তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় থাকুক্; আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীর উপর যদি দেবতার অভিশাপ না থাকে, তাহা হইলে আজ তোমার ঐ বীরাঙ্গনা কন্যা স্বর্ণলতার নাম বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, প্রতি নর-নারীর মুখে উচ্চারিত হইবে। আর তুমি- তোমাকে সৎ-পরামর্শ দিতেছি, পূত জাহ্নবীর জলে গিয়া অবগাহন কর। শুনিয়াছি, ভাগীরথীর অপার মাহাত্ম্য; তাঁহার পবিত্র স্পর্শে শিশুহন্তারও গতি-মুক্তি হয়। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, তোমার ঐ রক্তের দাগ সমস্ত বঙ্গসাগরের জল দিয়া ধৌত করিলেও যাইবার নহে।]

১

ছোট ভাই বলে তার,— 'দিদি গো কাঁদিস্ কেন?
ভেঙে বুঝি গিয়েছে খেলনা!'

ধবল অধরে আহা, হাসিয়ে মলিন হাসি,
বালা কহে, 'কিছু না ! কিছু না !'

২

হেরিয়ে সে শোক মূর্ত্তি, (রাহুগ্রস্ত শশী যেন !)
মাতা কহে : "একি মা ! একি মা !"
ধরিয়ে মায়ের গলা, ফেলি দুটি বিন্দু অশ্রু,
কন্যা কহে : "কিছু না ! কিছু না !"

৩

লোকে হ'ল লোকারণ্য ! ডাক্তার কহিছে ধীরে—
"কি হয়েছে ? বল মা ! বল মা" !
ঝলকে ঝলকে আহা, মুখ দিয়া রক্ত ছোটে !—
বালা কহে : "কিছু না ! কিছু না !"

৪

অবিরল বৃষ্টি পড়ে, গুরু গুরু গরজন,
থেকে থেকে চমকে চপলা !
শাল-তাল-তরুচয়, সত্রাসে দাঁড়ায়ে রয় :
একি ঘোর বিদ্যুতের খেলা !

৫

কি বিকট কি আওয়াজ ! পড়িল পড়িল বাজ
কোন্ উচ্চে ? কোন তরু-শিরে ?
চারিধারে অন্ধকার, উজ্জ্বল দেবের রোষ
পড়ে গিয়া গৃহস্থের ঘরে !

৬

মাঠে ছিল শাল তরু ; দেব-ক্রোধ সংহারিল
উঠানের ক্ষুদ্র সহকারে !
সেই সঙ্গে সুকুমার সোণার লতিকা আহা
ভস্ম হ'ল অশনি-প্রহারে !

নাগা-সন্ন্যাসী।

১

ফ্রকে অঙ্গ মুড়ি দিয়া, আস্ত সঙ্ বানাইয়া
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী ?
নগ্নদেহে কুতূহলে, পরমহংসের দলে,
বেড়াস্ ও মুখ-পদ্ম সদা বিকাশি :
তৃপ্ত হয় মোর দুটি আঁখি উপাসী !
কি কব দুঃখের কথা, খাইয়ে আঁখির মাথা
তোর অঙ্গে দিল বস্ত্র রুচি-বিলাসী !
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী ?

২

বসন্তে ধরার প্রেম হ'য়ে উল্লাসী,
ফুটে উঠে ফুল হ'য়ে, সুখে উচ্ছ্বাসি !
সেই সে গোলাপ ফুলে, উষারাণী পরে চুলে ;
গোলাপের মুখে আর ধরে না হাসি !
—তেমতি তুইও মোর নাগা-সন্ন্যাসী।

সোহাগে হ'য়ে আকুল, প্রভাতে গোলাপ ফুল,
শিশিরেতে ঢল-ঢল, কহে সম্ভাষি,—
"পাখী পুষ্প লতারাজী, যে যেখানে আছ আজি
আমার হাসির ভাগী হও সে আসি।"
এত বলি ঢুলে পড়ে, নিজেরি রূপের ভরে,
পলে পলে রাগ-ভরা দল বিকাশি।
অলি এসে পড়ে ছুটে, পাপিয়া গাহিয়া উঠে,
অমনি পড়ে গো মোর নয়নে ফাঁশি!
তুইও গোলাপ ফুল নাগা-সন্ন্যাসী।
উষার অরুণ-ভালে, সন্ধ্যার নীরদ-জালে,
ইন্দ্রধনু মেঘমালে, কত তপাসি,
আঁখি মোর দিশে হারা, খুঁজে খুঁজে হ'ল সারা,—
গোলাপের জোড়া পেতে বৃথা প্রয়াসী।
গৃহে ফিরি এল শেষে আঁখি প্রবাসী!
হেরিয়াছি আঁখি চিরে, উঘারি উঘারি ধীরে,
ময়ূরের বহরাশি! এত তপাসি,
তবু আঁখি র'য়ে গেল মোর পিপাসী!
কোন ঠাঁই, কারো ঠাঁই, সে গোলাপী রাগ নাই;
রূপ-পূজা-পুরোহিত, আমি উদাসী,
হার মেনে গেছি আমি, ক'রে নীকাশি!
কি কব হাসির কথা? সৃষ্টি-ছাড়া বাতুলতা!
হেন ফুল গৃহে আনি রুচি-বিলাসী,

সে গোলাপী কলেবরে রঞ্জিত রে থরে থরে!
অপরূপ চিত্রকর, যশ-প্রত্যাশী!
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

৩

সামা কোথা মাধুরীর? মুক্তকেশী যামিনীর
উথলিয়া পড়ে, দেখ, জ্যোৎস্না-হাসি!
এ হেন উজ্জ্বল রাতি! জ্বালি তবু মোমবাতি,
আনিয়ে রাখিল হ্যাদে ভোগ-বিলাসী!
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

৪

রামপ্রসাদের গান---ভক্তি যেন মূর্ত্তিমান!
তার শেষে আরো দুটি কলি বিন্যাসি,
দিল কে রে রস? আচ্ছা রুচি প্রকাশি!
কমলা লেবুর রসে, হা অদৃষ্ট! অবশেষে
চোটাগুড় দিল খোট্টা ডিল্লি-নিবাসী!
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

৫

গীত গোবিন্দের সঙ্গে— দিল রে গাঁথিয়ে রঙ্গে,
উড়িয়া ভাষার ছন্দ কোন্ দোভাষী?
শিখিপুচ্ছ ছিঁড়ি হায়, সে গ্লানি সারিতে চায়,
মোরগ ফুলের গুচ্ছে মরি সাবাসি!
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

৬

তুই রে ন্যাংটা ছেলে, ধূলি মেখে, হেসে খেলে,
বেড়াস্ ও মুখ-পদ্ম সদা বিকাশি ;
তৃপ্ত হয় মোর দুটি আঁখি উপাসী !
কি কব দুঃখের কথা ! খাইয়ে আঁখির মাথা,
তোর অঙ্গে দিল বস্ত্র রুচি-বিলাসী !
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী ?

রাণীর বিয়ে

সিঁথিতে সিন্দূর-রেখা, চরণে অলক্ত-লেখা,
কর্ণে পুষ্প-মালা শোভে, বিম্বাধরে হাসি ;
নিশি-শেষে দিবা আগে, ঊষার অরুণ রাগে,
যে সুষমা উঠে জেগে, যে সৌন্দর্য্য-রাশি,
সে মাধুরী দিয়ে তোরে, বিশ্ব-বিমোহিনী ক'রে,
কে সাজালে বল্ ওরে হৃদয়ের ধন !
কার গৃহ উজলিতে, যেতেছ প্রফুল্ল চিতে
আঁধারিয়া জনক-ভবন !
বৈদেহীর সমা হ'য়ে, কৌশল্যা-শ্বশ্রূরে ল'য়ে,
স্বার্থ-ত্যাগে কাটাও জীবন ;—
মা তোর হাসির-ছটা, আমার নয়ন-জলে,
অপূর্ব্ব এ ইন্দ্রধনু করুক্ সৃজন !

আজি এ উৎসব-মাঝে, আনন্দে, বিষাদে, লাজে,
চেয়ে দেখ্ পুণ্যবতী—অনন্ত ভুবন !
দেবতারে সাক্ষ্য মানি, জোড় করি দুটি পাণি,
বল্—"পুণ্যব্রত আজ করিনু গ্রহণ।"

রাণীর জোড় হাত।

আমার মায়ের চক্ষে, এক কোণে হাসি-রাশি,
অন্য কোণে নয়নের লোর,
কহিলেন মোরে ডাকি -- ঘোর কলি উপস্থিত ;
মেয়ের আক্কেল দেখ্ তোর !
'ঠাকুমা' 'ঠাকুমা' ব'লে, পয়সা নেয় কত ছলে,
চুমো খায় জড়াইয়া গলা,
দাসীরে পাঠায়ে দিয়ে, সন্দেশ আনায়ে এই,
খায় দেখ একেলা একেলা !
এই দেখ্ মজা দেখ্" এত বলি হাত পাতি
মা আমার কহিলা রাণীরে,
"আমারে সন্দেশ দাও"— রাণী কিন্তু আধ-খানা
আপনার গালে দিল পূরে !
বাকি আধ-খানা নিয়ে, গলা মোর জড়াইয়ে,
মোরে রাণী দিল খাওয়াইয়ে !

রাণীর ঠাকুমা ক'ন— "ঘোর কলি উপস্থিত,
বাপেরে চিনিল দেখ মেয়ে" !
এত বলি গৃহকর্ত্রী, কচি কচি হাত ধরি,
কহিলেন রাণীরে শাসায়ে,
"আমি বুঝি পর তোর ? দুধে দাঁত গুলি সব
নোড়া দিয়ে দিবরে ভাঙ্গিয়ে।"
ঠাকুমার তিরস্কার বুঝিতে পারিয়ে রাণী,
টানি ল'য়ে কচিহাত দুটি,
জোড় হাত করি আহা ! দাঁড়ায়ে ঠাকুমা কাছে
কহে রাণী 'জুঠ পাঁওরুটি' !
শিশুর সে জোড় হাত, কৌশল কথার ছল,
নিরখিয়া কাকারা হাসিল ;
সতত-দয়ার্দ্র-চিত্ত, সরোজিনী পিসা তার,
কি ভাবিয়া নীরবে কাঁদিল !
এক পাশে ছিল বসি, রাণীর জননী তথা,
—বধূ মোর—হেমন্তকুমারী,
অমঙ্গল ভাবি হায়, তাহারও নেত্রকোণে,
দেখা দিল দুই বিন্দু বারি !
রাণীর ঠাকুমা তবে, 'সাট্ সাট্' বলি আহা,
রাণীরে তুলিয়া নিলা কোলে !
কতই সোহাগ-ভরে, কতই আদর ক'রে,
চুমিলেন বদন-কমলে।

সুধাইলা "বল রাণী, কোন সে আবাগি মাগি,
জোড় হাত দিল শিখাইয়া ?
বাঁজা হ'য়ে চিরকাল, আছে বুঝি ঘরে বসি ?
দয়ামায়া গিয়াছে ভুলিয়া !"

হে পাঠক হে পাঠিকা, হেস' না ব্যঙ্গের হাসি,
দরিদ্রের ঘরের কথায় !
শিশু যদি ঢেলা মারে, লাগেনা গো সে প্রহারে,
জোড় হাতে বুক ফেটে যায় !—

রাণী।

দুই বছরের মেয়ে, উমাশশী নাম তার,
'রাণী' তার আদরের নাম ;
এমনি আস্পর্দ্ধা তার ঠাকুমার করে সেগো
পদে পদে শত অপমান !

"উঠানে খেলিতেছিল, রাণী ছিল এইখানে,
দেখ, দেখ্ রাণী গেল কোথা"
প'ড়ে গেল হুলস্থূল ! কোথা গেল ? কোথা গেল ?
খোঁজ্ খোঁজ্ রাণী গেল কোথা !
ঠাকুমার সর্ব্ব-অঙ্গ, কেঁপে উঠে থর থর !
কাকারা খুঁজিয়া হ'ল সারা !

কূয়ায় ডুবিল নাকি ? ধরিয়া কি ল'য়ে গেল
লক্ষ্ণৌর ক্রূর ছেলে-ধরা ?
তৎক্ষণে ক্রোড়ে ক'রে ফণী মামা নিয়ে এল
গৃহস্থের হারাণ রতন !
দুঃস্বপন ভেঙ্গে গেল, আবার নিশ্বাস ছাড়ি,
সবে মোরা মুছিনু নয়ন !
করিয়া বিদ্রূপ সবে, তোমরা হেসনা হাসি,
গরীবের নীরস কথায় ;
ম'রে যায়, ডুবে যায়, প্রাণে সব সহ্য হয় !
ছেলে হারা সহা নাহি যায় !—
রাণীর ঠাকুমা তবে, দাসীরে ডাকিয়া ক'ন,—
"এই বুঝি রাণীরে খেলাস্ ?
আজি যদি মেয়ে মোর, হারাইয়ে যেত, বাঁদি,
গলায় পড়িত তোর ফাঁস !
এই নে মাহিনা তোর"— এত বলি গৃহকর্ত্রী
দাসীরে দিলেন তাড়াইয়া !
সদিয়ার মাতা হায়, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় ;
রাণী উচ্চে উঠিল কাঁদিয়া !
আকুল করুণ ডাকে, "দাই দাই" ব'লে তাকে ;
ঠাকুমাতা হইলা অস্থির ;
কি জানি কি ভেবে চিন্তে, দাসীরে ডাকিয়া নিলা,
রাণী ওঠে ক্রোড়েতে দাসীর !

দুই বছরের মেয়ে, উমাশশী নাম তার,
'রাণী' তার আদরের নাম ;
এমনি আস্পর্দ্ধা তার ! ঠাকুমার করে সেগো
পদে পদে শত অপমান !

রাণীর চুমো।

"দাও রাণি, চুমো দাও" —দুবাহু জড়ায়ে
মার গলে, রাণী গিয়া করিল চুম্বন !
উষার উৎসঙ্গে উঠি, উল্লাসে ঘুমায়ে,
পড়িল রে প্রজাপতি বিচিত্র বরণ !
শুক্র তারকার রশ্মি পড়িল ছড়ায়ে,
হেরি যেন হিমাংশুর পাণ্ডুর বদন !
কনক-চম্পক হেন পড়িল গড়ায়ে,
ভূমি-চম্পকের শাখে ; মরি কি মিলন !
মরি মরি কি মিলন !—কত ভাগ্য ফলে,
দুঃখী মোরা পাইয়াছি তোরে ওরে রাণি !
ধন গেছে, সুখ গেছে, আশা গেছে চ'লে,
তবু ফল-ফুলে ভরা দাবদগ্ধ প্রাণী !
আয় রাণি, বুকে আয়— —থাকুক্ কবিতা,
চুমো খাই—ভুলে যাই বিশ্বের বারতা !

রাণীর আব্‌দার।

রাণীর ঠাকুমা, এই পথ দিয়া,
যেতেছিলা অন্য স্থানে ;—
পথ আগুলিয়া, উমাশশী তাঁর,
বস্ত্রের অঞ্চল টানে !
কাঁপর ঠাকুমা, সুধান্ রাণীরে
"আমারে ধরিলি কেন ?
বাবার তুহার, কি করেছি চুরি ;
ধরিলি কোটাল যেন ?"
রাণীর আমার, আঁখি-তারা-মাঝে,
কৌতুক উথলি উঠে !
আল্‌মারি-পাশে, টানি ঠাকুমারে,
ল'য়ে যায় বেগে ছুটে !
কহে রাণী গিয়া, "দাও গো ঠাকুমা—
খরগোশ্ দাও মোর !"
রাণীর নয়নে, এমনি আগ্রহ,
বহে বহে আঁখি-লোর !
শুনে সে আকুল শিশুর মিনতি,
ঠাকুমা অবাক্ প্রায়—
"হায়রে পাগ্‌লি, গেছে সে যে ম'রে-
কোথায় পাইব তায় ?

বিষণ্ণ ঠাকুমা, বলে "নাই নাই"—
রাণীর বাড়িল রোষ ;
বার বার চাহি ঠাকুমার পানে,
বলে "আছে খরগোষ !"
কাচের উপরে, আঁখি দুটি রাখি,
রাণী চাহে কতবার !
হায়রে জগতে মরণের কথা
শিশুরে বোঝান ভার !
সে দিন যে তার, আঁখির সম্মুখে
মৃত দেহ গেছে চ'লে,
আশাময়ী রাণী আশার কুহকে
সে কথাটি গেছে ভুলে !

অপূর্ব্ব বিজয়া।

সপ্তমীতে সাজাইনু, আপাদ মস্তক তোর,
গৃহে মোর ধূম হইল ভারি।
মোর বেয়াইর করে, ঘর বাড়ী দিয়ে বলি
অষ্টমীতে হইনু ভিখারী।
নবমীতে সর্ব্বস্বান্ত, তবু ও সুখের অন্ত
নাহি মোর, ও মুখ নেহারি !

সাক্ষাৎ মা ভগবতী, তোর ওই দৃষ্টি-সুধা
পান করি যন্ত্রণা বিসারি!
উৎসব ফুরায়ে গেছে, বিজয়া যে আসিয়াছে,—
ঘাটে ওই নৌকা সারি সারি।
মাগো তুই চ'লে যাবি? ধনে প্রাণে ম'জে মাগো
আজ আমি যথার্থ ভিখারী!

রাধারাণী।

নয় বছরের মেয়ে, হয়েছে বিধবা আহা!
ম্লানমুখে ব'সে সে গো আছে:
আজি তার একাদশী! তাই গো জননী তার
জল খেতে বারণ ক'রেছে।

২

মধ্যাহ্নে বালিকা কহে, জননীরে সম্বোধিয়ে,
"দেরে মাগো জল একটুক্;"
"নারে বাছা জল খেলে, হবে তোর মহাপাপ"
—অমনি বালিকা হয় চুপ!

৩

সায়াহ্নেও কাকগুলা, কুণ্ড হ'তে জল তুলি,
শুষ্ক তালু সঘনে ভিজায়:

চুপ করি বালিকাটি, তাকায়ে কুণ্ডের দিকে
এক দৃষ্টে, ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ চায় !

৪

মধ্যরাত্রে দাসী আসি, চুপে চায় জল দিতে ;
রাধার নয়ন ছল-ছল !
রাধা কহে ক্ষীণ কণ্ঠে, "আজ খেলে পাপ হবে ;
থাক্ দিদি, কা'ল খাব জল।"

৫

শেষ রাতে বালা কহে, "মাগো প্রাণ বাহিরায় ;
ছাতি ফাটে, হ'ল নাকি ভোর ?"
কে শুনিবে ? —মা তাহার, তাহারো যে একাদশী !
প'ড়ে আছে হইয়ে অঘোর !

৬

আঁধার পলায়ে যায়, জ্যোৎস্না লুটায় কায়,
যামিনী যে পোহায়-পোহায় ;
সিউলি ফুলের বাস, কামিনী ফুলের হাস
ঝুরু-ঝুরু বাতাসে মিলায় !

৭

উষার মেদুর বায়, হ'য়ে গেল ভরপুর,
কামিনী ও সিউলীর বাসে ;
সেই সঙ্গে সুমৃদুল, ক্ষুদ্র রাধারাণী ফুল
মিশে গেল উষার বাতাসে !

খোকা বাবু।

কহিলাম চুপি চুপি, "ধরণ তোদের
সকলি রহস্যময়! শিশু-রাজত্বের
ব্যবস্থা, আইন, বিধি, অদ্ভুত সকলি!
কেন আকাশের পানে তাকায়ে কেবলি
করিস্ দেয়ালা? কেন পায়ের আঙ্গুল
চুষিস্ অনন্যমনে? হায় রে বাতুল!"
কে যেন উত্তর দিল নীরব ভাষায়--
"স্বর্গ-অমৃতের স্বাদ ভোলা কভু যায়?
এখনও যায় নাই আলোকের নেশা;
এখনও ঘোচে নাই আঁধার-কুয়াশা;
এখনও চুষি কাটি আর ঝুনঝুনি
সাধেনি তাদের কাজ--এখনও শুনি,
শিয়রেতে দেবশিশু বাজায় নূপুর,
নারদের বীণা বাজে মধুর মধুর!
তাই শুনে গদ গদ আহ্লাদে ভাসিয়া
করি গো দেয়ালা; তাই থাকিয়া থাকিয়া,
নীরবে চুম্বন করি আপন চরণ,
যখনি সে সুখস্মৃতি হয় গো স্মরণ!
উর্ব্বশী অমৃত-বাটি আনন্দে ধরিত!
ইন্দ্রাণী সে সুধারাশি পিয়াইয়া দিত!"

কমলা।

আমাদের কমলা—দশবছরের মেয়ে, কমলা এ —জগতে নাই। আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। বঙ্গের হরিমৈত্রিগণ ও পুরোহিত-চূড়ামণিগণ জীবিত থাকুন; আমাদের কমলা কোন রোগে মরিল, জানাইবার আবশ্যক করে না। হে বঙ্গের নব্য চূড়ামণিগণ! তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে যে, কমলার আর একটী ছোট বোন আছে। তোমরা তীক্ষ্ণ ছুরিকা শানাইয়া রাখ; দেখিও Age of Consent Bill পাশ না হয়।]

(১)

খুড়া জেঠা মাসী পিসী কমলাবে দিল ঠেলি,
কমলা ভিতরে গেল চলি;
মাসা পিসা হেসে হেসে, দুয়ার করিয়া বন্ধ,
লাগাইল লোহার শিকলি।

২

কিছুই জানিনা আমি, হায় সেই কাল-রাত্রে
কেন হ'ল হাহাকার-ধ্বনি!
আর্য্যামিতে আর্য্যমন্ত, ন্যায়শাস্ত্রে ন্যায়বন্ত,
সব জানে ওই চূড়ামণি।

৩ ও ৪

আমি শুধু এই জানি,　　উদ্যানের এক পাশে
সুখে ছিল কুসুম-কলিকা !
এখনো বালিকা আহা,　　অতি মৃদু বাস ঝরে ;
কিন্তু এক ক্রূর পিপীলিকা
উঠি ক্ষুদ্র চারা গাছে,　　কুসুমের মর্ম্মে পশি,
দংশিল সে কচি কলিকায় !
জর্জ্জর হইল তনু,　　লাবণ্য ঝরিয়া গেল,—
পুষ্পটি উপিয়া গেল হায় !

৫

শনৈশ্চর হাসি কহে,　　"আজি হ'তে বঙ্গঘরে
আমিই প্রধান সেনাপতি" !
ভালের সিন্দূর মুছি,　　বঙ্গলক্ষ্মী কাঁদি কহে
"আজি মোর ফুরাল এয়োতি" !

৬

আহা ! আহা ! মাসী পিসী, তোমরা গো কাঁদি কেন ?
চূড়ামণি বেঁচে থাক্ খালি।
কমলার বোন্‌টিরে,　　পিপিড়ার করে দিয়ে,
আবার করিও ঘটকালি !

খুকীর আদর।

১

আরশি-ভাঙ্‌নী, চেয়ার-নাশিনী,
পুস্তক-ছিঁড়্‌নী, কাগজ-গ্রাসিনী,
সর্ব্বত্রগামিনী, সুন্দর ডাকিনী,
মোর খুকুমণি

২

দুই করে ধরি মোর পিচ্ ছড়ি,
পিঠে তার চড়ি ঘোড়া দড়বড়ি,
গৃহ আরব্যের অশ্বারোহী মরি,
মোর খুকুমণি

৩

পোকা-ধরা-ব্রতে ব্রতী অনুক্ষণ,
বেল্‌তার সাথে বন্ধুত্ব কারণ,
সদানন্দ-মনে পশ্চাৎধাবিনী,
মোর খুকুমণি

৪

আঙ্গুরেতে মাখা চুম্বন-সোহাগ,
পীচ্ ফলে সিক্ত অধরের রাগ,

শিরীষ কোমল, শিশির-বিমল,
চন্দ্রমা উজল, দেবতা-রূপিণী,
মোর খুকুমণি !

৫

বুকে ভরপুর মাতোয়ারা সুখ :
মাঝে মাঝে কিন্তু ফুলে উঠে মুখ,
দূর হ'তে হেরি দুধ ও ঝিনুক,
মোর খুকুমণি !

শিশুর স্তন্যপান

১

লোকে বলে অতুলনা কালিদাসী উপমা-
নিক্তিতে ওজন ক'রে,
দেখ দেখি ভাল ক'রে,
বোঝা যাক্ কার কত উপমার গরিমা !
বলিহারি, বলিহারি,
মোর পাল্লা হ'ল ভারি,
খর্ব্ব-গর্ব্ব হ'য়ে গেল সর্ব্ব-কবি-মহিমা !

২

"ওই দেখ প্রজাপতি ব'সে আছে কুসুমে—
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া,
আত্মহারা, দিশেহারা,
চক্ষু বুজে, করবীর মুখ চুমে নিঝুমে!
ক'রো ঠাঞি, কোনো ঠাঞি,
ইহার তুলনা নাই;
কে পারে দেখাতে এর উপমা নিখিল ভূমে?"

৩

ও তুলনা মোর কাছে তুল না হে তুল না!
সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য লাগি,
আমি গো সর্ব্বস্বত্যাগী;
বিবাগী-বৈরাগী-সাথে কোরো না রে ছলনা!
রেখে তব রঙ্গ ছল,
দুই চক্ষে দিয়ে জল,
শুদ্ধ-অন্তঃপুরে গিয়ে দেখে এস সুষমা!
শুক্রতারা ক্রোড়ে ল'য়ে ব'সে আছে চন্দ্রমা.

৪

চুপ্! চুপ্! চুপে এসে, ঐখানে থাক ব'সে,—
জননী-উৎসঙ্গে শিশু দুগ্ধ খায় নীরবে;

গৃহখানি গেছে ভরি পরিজাত-সৌরভে !
অনুপম, অপরূপ ! দেখিছ না ? চুপ্ ! চুপ্ !
দেখিছেন দেব সব এই দৃশ্য নীরবে !
এক স্তন হস্তে ধরি, অন্য স্তন মুখে পুরি,
চক্ষু বুজি ! ভৃঙ্গ যেন কমলের আসবে !
ফুল্ল বুক !- রাজা যেন বৈভবের গরবে !
আত্মহারা ! -প্রজাপতি যেন পুষ্প-গরভে !
তুমিও গো চুপে এসে, এইখানে থাক ব'সে
একটি প্রহর ধরি দৃশ্য দেখ নীরবে !
ভাতিছে স্বর্গের আলো ওই দেখ পুরবে !

৫

লোকে বলে অতুলনা কালিদাসা উপমা।—
নিক্তিতে ওজন ক'রে,
দেখ দেখি ভাল ক'রে
বোঝা যাক্ কার কত উপমার গরিমা !
বলিহারি, বলিহারি,
মোর পাল্লা হ'ল ভারি,
খর্ব্ব-গর্ব্ব হ'য়ে গেল স'র্ব্ব-কবি-মহিমা !

জননী-উৎসঙ্গে শিশু

১

ওরে শিশু, মার কোলে উঠি,
(বুঝিবারে নারি তোর ধারা)
একেবারে হেসে কুটিকুটি—
শিশুর হসের বুঝি
নাহি কোন কূল ও কিনারা ?

২

আকাশ-গম্বুজে যথা উঠি,
জোৎস্না-রাশি মাখি সর্ব্ব অঙ্গে,
মেঘে মেঘে করে লুটাপুটি,
ক্ষুদ্র পাখী মাতি কত রঙ্গে,
তেমতি রে তোর এ আনন্দ
উঠি এই সুন্দর উৎসঙ্গে !

৩

তীর হ'তে ঝাঁপাইয়া জলে,
রাজহংস গ্রীবা বাঁকাইয়া,
আনন্দে উধাও হ'য়ে চলে

তরঙ্গ-তুরঙ্গে আরোহিয়া,
আনন্দ উথলি উঠে তোর
তেমতি এ উৎসঙ্গে উঠিয়া

৪

প্রজাপতি মাধবীর ঝাড়ে
প্রসারিয়া স্বর্ণপাখা দুটি,
সঞ্চারিণী মাধুরী যেন রে,
করে যথা হর্ষে ছুটাছুটি ;
তেমতি রে তোরো আঁখি
হাসে নাচে, সিংহাসনে উঠি

৫

রক্ত কমলের কুঞ্জে পশি,
নিরালায় গুঞ্জরি গুঞ্জরি,
ভুলে গেল আপনা পাসরি
পদ্মের বাহিরে আছে
আন্ বিশ্ব, আন্ কোন্ পুরী

৬

ওরে শিশু, শিশুরাজ্য মাঝে,
বসন্তের নাহি কি রে সীমা ?
ইন্দ্রধনু স্বর্ণবর্ণে রাজে

নিশিদিন প্রকাশি গরিমা ?
সুরি-কণ্ঠে দিন দিন
গাঢ়তর হয় কি রক্তিমা ?

৭

পুষ্পদের আপনার ভাই !
পাখীদের জীবনের সখা !
ধূপধূনা কিছুই না চাই,
দেবালয়ে তুমি দিলে দেখা—
দেবতার অর্চ্চনার বস্তু,
ওহে শিশু, তুমি মাত্র একা।

৮

সুস্তকায়, প্রফুল্লহৃদয়,
উষাকালে, প্রসন্ন বিধাতা,
চারি ধারে শশী সমুদয়,
নীহারিকা, লতা, পুষ্প, পাতা,
সৃজি তোরে, ভাবমুগ্ধ,
নেত্রজল মুছিলা বিধাতা !

৯

কথা যদি কহিত গোলাপ,
অশোক গাহিত যদি গীত,
তবু তোর মধুর প্রলাপ

তাদের করিত পরাজিত ;
সঙ্গীব রাগিণী মরি,
তোর ওই অস্ফুট সঙ্গীত

১০

নন্দনে অপ্সরাদের গান
মগ্ন প্রাণে শুনিতে শুনিতে,
ঘুমঘোরে হলি ম্রিয়মান—
দেবদূত অমনি ত্বরিতে
ক্রোড়ে তোরে তুলে লয়ে,
হরিয়ে আনিল আচম্বিতে !

১১

এবিদেশে সুরপুর-সুর
আজ্‌ আছে প্রাণে তোর গাঁথা ;
তাই তোর হৃদ ভরপুর,
ছুঁতে নারে নৈরাশ্যের ব্যথা ;
অলি-মুখরিত আর কোকিল-
কূজিত যেন বাসন্তি কবিতা

১২

মন্দাকিনী-তরঙ্গ-শীতল,
পারিজাত-সৌরভেতে ভরা,
তাই তোর বদনমণ্ডল—

হে অমর, শোক তাপ জরা,
নাহি তোর হাসি-মাঝে ;
তুই যেন শান্তির ফোয়ারা !

১৩

হে বিধাতঃ ! আমাদের প্রতি
কেন সে করুণা তব নাই ?
যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধের মূরতি
আনমনে সৃজিলে গোঁসাঞি—
অশান্তি ঢালিয়া দিলে ;
রক্ষ প্রভু, তোমার দোহাই

১৪

চেয়ে দেখ, দেখ গো বিধাতা,—
অশরীরী আত্মার মরমে,
ঘোর এই সংসারের জাঁতা,
ঘোরতর তাহার পেষণে
বাঁধুনি খুলিয়া গেছে—
কি কহিব শরীরের কথা ?

১৫

হে বিধাতঃ ! তোমার দোহাই,
শিশু কর, শিশু কর মোরে !
যযাতি-যৌবন নাহি চাই ;

চাহি মাত্র জননীর ক্রোড়ে
আবার নাচিতে নাচ,—
মাতাইয়া জগত-সংসারে

মাতাল।

"মাতাল" !—

সহসা শুনি এই সম্বোধন,
একেবারে হইলাম বিস্ময়ে মগন !
ঘুম হ'তে উঠিয়াও আমাদের আঁখি
হয় না'ক লাল কভু ; সাবধানে থাকি,
ধীরে করি পদক্ষেপ বরিষা দুর্দ্দিনে !
খাইনি আছাড় কভু এ দীর্ঘ জীবনে !
তবে আজি মা আমার, কাহারে লক্ষিয়া
করিছেন তিরস্কার "মাতাল" বলিয়া ?-
এতেক আন্দোলি চিত্তে, হয়ে অগ্রসর,
জানিতে বিশেষ তথ্য, চলিনু সত্বর
বারাণ্ডার দিকে ;—তথা নয়নের সুখ,
হেরিলাম মাতালের বিচিত্র কৌতুক !
টল্ টল্, ঢল ঢল, জুতা পায়ে দিয়া,
চলেছেন খোকা বাবু হেলিয়া দুলিয়া !

কবে কোন্ কালে, সেই বাসবের পাশে,
সুধা-brandy খেয়েছিলি মন্দারের গ্লাসে,
এখনো গেল না নেশা, হায় রে কপাল,
না জানি কেমন সুরা ! কেমন মাতাল !

মা যশোদার প্রতি রাখাল বালকদিগের উক্তি।

ওগো মা জননী, ওগো নন্দরাণি,
(একবার) বল্ বল্ বল্ ওরে নাচ্‌তে !
(একবার) তেমনি করে, নূপুর পরে নাচ্‌তে
ছোট বাহু দুটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
রুণু রুণু রুণু নূপুর বাজায়ে,
হাসায়ে কাঁদায়ে, কাঁদায়ে হাসায়ে,
তেমনি করে বল্ ওরে নাচ্‌তে !
সখাদের মাঝ, সেজে রাখালরাজ,
বিপিনে বিপিনে, সাজি কত সাজ,
কৌমার-গোষ্ঠেতে নাচিয়াছে নাচ,
(একবার) বল্ ওরে বালা-নাচ নাচ্‌তে :
গোপীদের মাঝ, সাজি রসরাজ,
যৌবননিকুঞ্জে সাজি কত সাজ,
নাচিয়াছে নাচ লাজে হানি বাজ ·

(সে সব) নাচুনি কুঁদুনি, অঙ্গের দোলানি,
হেরিয়া হেরিয়া, ওগো নন্দরাণি,
ক্লান্ত দু নয়ন, করে আকিঞ্চন,
(তোর) গোপালের বাল্যখেলা দেখ্‌তে গো
(সে গো) নয় অসম্ভব, ওগো নন্দরাণি,
যমুনার জল (ভালরূপে জানি),
বহে গো উজান বাঁশীরব শুনি !
ওরে বল্ বল্ (একবার) ভাল করে বল্
তোর গোপালেরে, তেমনি করে নাচ্‌তে !
দু' বাহু ঘুরাতে, নূপুর বাজাতে,
নাচাতে, কাঁদাতে, হাসাতে, মাতাতে,
সারা ব্রজজনে পাগল বানাতে,
ওরে বল্ বল্ তেমনি ক'রে নাচ্‌তে !

মাতুলালয় হইতে রাণীর প্রত্যাগমন।

"ওমা শোন্ শোন্, কাণ পেতে শোন,
দুয়ারে থামিল গাড়ী।
খুকিরে লইয়ে, বউরে লইয়ে,
দাদারা ফিরিল বাড়ী,"—

এই কথা বলি, ধায় সরোজিনী,—
সরোজিনী, ভগ্নি মোর
মাথার কাপড়, ভূমে লুটোপুটি,
নাহিক ভ্রূক্ষেপ ওর।
অসামাল দেহ, অসামাল প্রাণ,
সিঁড়ি দিয়া ছোটে বোন্।
আপন-বাসায়, উল্কা-বেগে ধায়,
যেন কোন বিহঙ্গম!
"ওই কাঁদে খুকি, বল্ বল্ বুকি,
কে তোরে কাঁদালে বল্?
মিছামিছি কান্না, ভাল ত লাগে না;
উপরেতে চল্ চল্।"
পিসির দরশে, পিসির পরশে,
ঠাণ্ডা হ'ল খুকুমণি;
মন্ত্রমুগ্ধ যথা, সাপুড়িয়া-করে,
হয়ে যায় তুষ্টফণী!
বলে সরোজিনী, হর্ষে আটখানা—
"কি আশ্চর্য্য দেখ দেখি!
তিন মাস ছিল, মামার বাড়ীতে,
তবু কোলে এল খুকি!
দেখ মা আমারে, চিনিয়াছে খুকি,
মোরে বড় বাসে রাণী।

এত বুদ্ধি ওর, একরত্তি পেটে,
কোথা থাকে নাহি জানি !
দেখ মা খুকির, ডাগোর ডোগর,
হইয়াছে চক্ষু দুটি !"—
কোলে লয়ে তারে, সুখী সরোজিনী,
গৃহে করে ছুটাছুটি !
মায়েরে দেখায়, দাদারে দেখায়,
চটকায় জোরে তারে।
মার তিরস্কার, নাহি শোনে কাণে ;
জোরে টেপে বারে বারে।
হাসিয়া হাসিয়া, বলে সরোজিনী—
"উহারে টিপিতে বেশ ;
ফুলের মতন, দেহের গঠন,
রেশমের মত কেশ !
এত ওরে টিপি, মুখ টিপে টিপে
খুকি তবু হাসে কেনে ?
মোর কোলে আছে, ভাই তোমাদের,
হিংসা বুঝি জাগে মনে ?"
এই কথা বলি, ভাইঝির কাণে,
চুপি চুপি বলে পিসি—
"তো বিনে লো রাণি, আঁধার, আঁধার,
হেরিতাম দশ দিশি !

বামুন ঠাকুর, আলুনি বাঞ্জন,
রাঁধে যথা ক্রমাগত,
তো বিনে লো রাণি, সকলি আলুনি,
সুখ সাধ বোধ হ'ত।
রাত দিন মোরা, গণিতাম দিন,
কবে ফিরিবেক রাণী;
আমাদের জন্যে, হ'তো কি উদাস
তোরো ওই ক্ষুদ্র প্রাণী?
বল্ বল্ রাণি, চুপি চুপি বল্,
চুপি চুপি মোর কাণে
তিন মাস পরে কেমনে চিনিলি?
ছুটে এলি মোর পানে?"

পিসিমার কাণে কহে খরুমণি,
বিস্ফার করিয়া আঁখি,—
কবি কর্ণে আমি শুনিতে পেলাম,
নিভৃতে লুকায়ে থাকি!
বালক যেমন, কাণ পাতি শোনে,
হয়ে মহা কুতূহলী,
ভোমরার চাকে মৃদু গুঞ্জরণ,
অলিদের বলাবলি!
কিম্বা যথা কেহ, সমুদ্র পুলিনে,
ঝিনুক তুলিয়া করে,

সোঁও সোঁও শব্দ, শোনে মন দিয়া,
কাণে লাগাইয়া ধীরে,
সেইরূপ আমি, শুনিতে পেলাম
পিসিরে চিনিল যথা ;
অমৃত-কাহিনী, রহস্যের গাথা,
পিসি ভাইঝিতে কথা !

উমা।

(এই কবিতাটি কবি-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বাবুর "উমা" নামক কন্যার কর-কমলে উপহার-স্বরূপ অর্পিত হইল।)

তোরে দেখিলে পরে,
(শুনিবি মেয়ে ?)
এ হৃদি-বাগানেতে,
সহসা ফুটে উঠে,
সুরভি, আলো-করা,
বকুল ফুল ;
বকুল তরু-তলে,
বালক বালিকারা
করিছে, হুড়াহুড়ি,
হর্ষে আকুল !

কাহারো কেশ রাশি
আননে উড়ে পড়ে :
কারো বেশর নাচে,
কাহারো দুল !
কাহারো আঁখি-কোণে,
স্বপন-বালা ভণে,
"শিশু-সুষমা-হ্রদে
নাহি গো কূল" !
কারো চিবুক ধরি,
দেবের শিশু মরি,
বসায় লালে লাল
অধরে "গুল" !
কাহারো অভিরাম
হেরে অলক দাম,
করে তারকাময়
এলান চুল !
সেই তারার মাঝে,
তুই শশীর সাজে,
(কবির প্রাণ-আঁখে
হয় কি ভুল ?)
নাশিয়ে অমানিশি
ছড়াস আলো রাশি,

চকোর চুমে আসি
বকুল-মূল।
প্রকৃতি হেসে বলে,—
"রক্ত শতদলে
কিরণ, অলি জ্বালে,
নাহি রে ভুল।
গালেতে হেসো হার,
এলান কেশভার,
উমা তেমতি মোর,
বিশ্বে অতুল"!

মণি-কুণ্ডলা।

(কবি-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের মাতৃহারা কন্যা, মণিকুণ্ডলার করকমলে এই কবিতাটি উপহারস্বরূপ অর্পিত হইল।)

১

যেন, কাঙ্গাল কবির একমাত্র ধন,
কল্পনা সুষমা!
যেন, হৃতসর্ব্বস্বের লুকান, রতন,
আশা নিরুপমা!

যেন বসন্তবিধুর হিমানী-প্রদেশে
একমাত্র ফুল !
যেন, আঁধার আঁধার লুপ্ত-চন্দ্র-রাজ্যে
তারকা অতুল !

২

যেন, চৈত্রসংক্রান্তির বিদায়-সায়াহ্নে
মলয়া হিল্লোল !
যেন, রাজপুতানার সাহারা-অরণ্যে
জলের কল্লোল !
যেন, হৃত পরাজিত দেশহিতৈষীর
আত্মার মর্য্যাদা !
যেন, ধর্ম্মদেবতার 'বিজয় পতাকা',
কর্ত্তব্য-সমাধা !

৩

যেন, প্রবীণ কবির প্রতিভার চিহ্ন
দুইটি সঙ্গীত !
যেন লক্ষ্মীপূজা-অন্তে ইন্দিরার ঝাঁপি,
যতন রক্ষিত !
সত্য, চিলাই-সরসী চির-রূপসীর
স্মৃতির মুকুর,—
তাতে, পলকে পলকে এখনো ঝলকে
মণি-কহিনুর !

৪

না গো মা-হারা বালিকা, মোদের মণিকা,

নয়, কভু নয় !

তার, জনকের বক্ষে সোহাগের দুগ্ধ,

অবিরাম বয় ;

আহা, আমরা বিদেশী, আমরা গোপর,

তবু, সেই গরবিণী,

আহা, রূপে গুণে ধন্যা, আমাদেরি কন্যা,

নয়ন-নন্দিনা !

অদ্ভুত বাউলে গান।

(আমায়) কে রে করে এক-ঘরে ?

(ও তোর) আগামি ভণ্ডামি রাখ্, জলে ভরা দুধের কেঁড়ে '

আমায় কে রে করে এক-ঘরে ?

(সে দিন) গিয়ে তোদের পাড়া গাঁয়,

বসে আছি চণ্ডিতলায়—

(এক) চাঁড়ালেদ্দের সোণার যাদু নাচ্ তে লাগ্ ল' আমায় হেরে '

ঝাঁপিয়ে এল আমার কোলে,—

(আমি) যত্নে তারে নিলাম্ তুলে !

তোরা বল্লি "ছি ছি ! কি কর ? কি !" তোদের কথা শুন্লাম কি ? রে

(আমায়) কে করে রে এক ঘরে ?

ওরা সবাই ঢালা এক ছাঁচে,
(ওরে) ছেলেদ্দের কি জাত্ আছে ?
তাদের মুখে আছে মোহের মুখস্, এসব কথা বুঝবি কি রে
(আমায়) কে করে কবে এক-ঘরে ?
(সেই) চাঁড়াল শিশুর চুমো খেয়ে,
বাসছিনু অবাক্ হয়ে ;
আর কাঙাল-বন্ধু গুহক সখা দেখা দিলা অন্তরে।
(আমার) আঁখির বাঁধন গেল খুলে,—
যুবা ছিলাম, হলাম ছেলে !
(এখন) যুবমি বুড়ুমি ছেড়ে, ছেলুমি করি পেট ভরে।
(আমায়) কে রে করে এক ঘরে ?

খুকির চুমো খাওয়া।

"দাও রাণি, চুমো দাও"—দুবাহু জড়ায়ে,
মার গলে, রাণী গিয়া করিল চুম্বন !
উমার উৎসঙ্গে উঠি, উল্লাসে ঘুমায়ে,
পড়িল রে প্রজাপতি অপূর্ব্ব-বরণ !
শুক্র তারকার রশ্মি পড়িল ছড়ায়ে,
হেরি যেন হিমাংশুর পাণ্ডুর বদন !
কনক-চম্পক যেন পড়িল গড়ায়ে,
ভূমি-চম্পাকের শাখে ; মরি কি মিলন !

মরি মরি কি মিলন !- কত ভাগ্য-ফলে,
দুঃখী মোরা—পাইয়াছি তোমারে গো রাণি
ধন গেছে, সুখ গেছে, আশা গেছে চলে,
তবু ফল ফুলে ভরা দাবদগ্ধ প্রাণী !
আয় রাণি, বুকে আয়---থাকুক্ কবিতা-
চুমো খাই—ভুলে যাই বিশ্বের বারতা !

সাত রাজার ধন মাণিক।

(আমার নাতি—নয় মাসের শিশু, অরুণেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া, এই কবিতাটি লিখিত হইল।)

১

ফুলের আদর, চাঁদের আদর, কবিতা নয়, বাতিক।
বাতিল তাহা, বাতিল তাহা, ওরে আমার মাণিক !
তারার আদর, পাখীর আদর, কেবলি বাড়াবাড়ি ;
মণির আদর, সোণার আদর, কেবলি ভাঁড়াভাঁড়ি !
মতির জেল্লা, ঊষার হাসি, তোর উপমায় বেঠিক্,
সাত রাজার ধন মাণিক আমার, সাত রাজার ধন মাণিক।

২

আয়, কাটাই দিন, তোর সাথেতে বুকভরা আলাপে,
(যেমন) কাটায় দিন, মধুকর, ফুট্‌ফুটে গোলাপে।

যেমন, ফাগুনে কোকিল মাতোয়ারা, আমের মুকুলেতে;
যেমন, দখিণে অনিল, পাগল-পারা মলয় পাহাড়েতে!
সেই গৌরব, সেই সৌরভ, তোর তুলনায় বেঠিক!—
সাত রাজার ধন মাণিক আমার, সাত রাজার ধন মাণিক

৩

আয়রে চাঁদ, সোণার বরণ, হর-শিরের মৌলি!
আয়রে লাল পারিজাত, দেবের বারবৌলি!
দেবেন্দ্রের নন্দনের ডাকরে হীরামন্,
নব বর্ষার বৃন্দাবনে হোক্ রে ময়ূর-নাচন্।
রে সুন্দর, সব উপমা, তোর তুলনায় অলীক!
সাত রাজার ধন মাণিক আমার, সাত রাজার ধন মাণিক

৪

তুই রে রমার রতনচূড়! তুইরে শচার কাঁকণ!
কোন্ রমণীর অঙ্গে আছে এমন মোহন বাঁধন?
ভোর বেলাতে, দেবতার, তুইরে সুখস্বপন!
ফুলোৎসবে, রতি-চরণে, রুণু রুণু রুণু বাদন বাদন!
সে সব নাচন, সে সব বাজন, তোর উপমায় বেঠিক!
সাত রাজার ধন মাণিক আমার, সাত রাজার ধন মাণিক

যেমন—বধূ এলে, এয়োর দলে, উলু উলু উলু ডাক!
যেমন—দুর্গা এলে পূজোবাড়ীতে ঘন ঘন বাজে শাঁক

তোর দরশে, তোর পরশে, কি আনন্দধ্বনি!
আমার প্রাণের রঙ্‌মহলে, একি রণ রণি!
এ সব ঝাঁক্, এ সব ডাক, তোর উপমায় অলীক!—
সাত রাজার ধন মাণিক আমার সাত রাজার ধন মাণিক

৬

যেমন, পুকুর-পাড়ে, চাঁপার আড়ে, বউ কথা কও ডাকে,
ডাক্‌রে ডাক মজার পাখী, প্রাণের হরিৎমাঝে!
যেমন, সবুজ লাল, সুনীল মাছ, নাচে জলের টবে,
আমার প্রাণ-সরসে হরষে ভেসে নাচ্‌রে মহোৎসবে!
এসব ডাক, এসব নাচ, তোর তুলনায় বেঠিক!—
সাত রাজার ধন মাণিক আমার, সাত রাজার ধন মাণিক

৭

যেমন, প্রভাত-কালে, জলধি-তীরে, নবীন রবির ঘটা!
যেমন, সিদ্ধিকালে যোগীর ধ্যানে বালগোপালের ছটা!
লয়ে গরিমা, লয়ে মহিমা, আয়রে সোণার চাঁদ,—
তোর দরশে তোর পরশে ঘুচুক্ মায়ার বাঁধ!
মহাসত্যে উড়ুক হিয়া! ডুবুক্ তাহে অলীক!
ঠিক্ হয়ে যাক্ বেঠিক্ যত, ঠিক্ হয়ে যাক্ বেঠিক!—
সাত রাজার ধন মাণিক আমার, সাত রাজার ধন মাণিক

শরৎকুমার।

১

আয় শিশু, শরৎকুমার,
অঙ্গে অঙ্গে আনন্দ অপার!
উজ্জ্বল, অদ্ভুত,
আয়, আয়, মর্ত্ত্যধামে দেবতার দূত!
তোরে হেরি বৎস,
ভেদি এ পাষাণ-প্রাণ, উথলিছে উৎস!
আয় কোলভরা,
দেবেন্দ্রের নন্দনের পারিজাত-তোড়া!
অঙ্গে অঙ্গে একি রে আগ্রহ!
হৃদয়-আসনে আয় আনন্দ-বিগ্রহ!
আলাভোলা, মাথা গুঁজি, তুই শিশু ছিলি বুঝি,
বাল-বিধবার আহা নিদ্রাঘোরে, পতির মিলনে?
নবদম্পতির মরি রক্তিময় প্রথম চুম্বনে?

২

কেরে বলে বিশ্বে শুধু পরাজয়, শুধু অপমান?
ইন্দ্রধনু পতাকা উড়ায়ে,
চারিধারে উল্লাস ছড়ায়ে,
আয় আয় মূর্ত্তিমান বিজয় নিশান!
"এ জগতে সৌন্দর্য্যের চিরজয়, চিরজিৎ"—

বাজাইয়া মহাডঙ্ক,
বাজাইয়া মহাশঙ্খ,
জানা এ বারতা আজি, চারিদিক্, চারিভিত্ !
এই মহাবাক্য আজি জ্বল্ জ্বল্ সোণার অক্ষরে,
ধ্বজা বক্ষে লেখ্ থরে থরে !
জগতের মহাসত্য,
জগতের মহাতত্ত্ব,
বিশ্ব-চক্ষে এ অক্ষর গিয়া যেন পড়ে—
রঙ্গিন পতাকা তোর উড়ুক অম্বরে !

৬

আয় যাদুধন !
আয় চির দরিদ্রের ঘরে,
বহু বহু আয়াসের পরে,
বহু প্রয়াসের আহা স্বর্ণ guinea, অতুল রতন !
পথশ্রান্ত চলে না চরণ,
মরু ধরা, মরুভূ জীবন !
ঘুরি ঘুরি, সাহারার বক্ষে,
আচম্বিতে একি হেরি চক্ষে ?
জলের ঝর্ঝর-শব্দ, ফুল্ল ফুলবন !
অপ্সরার রঙ্গভূমি, দেব-নিকেতন,
ওরে শিশু লাবণ্যের খনি, তোর ও আনন,
অপরূপ ! অপরূপ ! মরি মরি সুন্দর কেমন !

বাসন্ত-উৎসব-রাত্রে,
ঝলকে চমকে যবে রত্নরাশি দেবদেবী-গাত্রে,
লক্ষ্মার অলকে ছিলি, জ্বল্ জ্বল্ পদ্মরাগমণি !
রতির ভালেতে ছিলি জোনাকির টীপ
রে মোর মাণিক !

* * * *

হেরিয়াছি শেষরাতে, শরৎ-লক্ষ্মার কোলে,
সুরভি সেফালীকুঞ্জে,
অগণন পুঞ্জে পুঞ্জে,
একরাশি ফুল শিশু দোলে।
ওরে মোর শরৎকুমার,
তুইও রে শরৎকুমার !
আমার এ কবি চিত্ত-শারদা-লক্ষ্মার কোলে,
একরাশি ফুল শিশু দোলে।
ঝরেনা ঝরেনা কভু তারা ;
সে সেফালী চির-মনোহরা !
থাক্ রঙ্গে, সেই সঙ্গে, দুলি দুলি দুলি,
রে মোর সিউলি !

শিশিরকুমার।

১

আয় যাদু শিশিরকুমার,
আয় আয়, এ বুকে আমার!
হেরি তোর মুখ-ইন্দু,
উথলিছে সুধা-সিন্ধু,—
কল্লোল হিল্লোলময় প্রীতি-পারাবার!
ওরে মোর অতুল, অতুল,
নব বসন্তের নব ফুল,
রক্তপদ্ম, গোলাপ গরবী,
গন্ধরাজ, টগর, করবী,
ইহাদের সাথে আজি করিব না ও মুখের তুল!
সুগভীর অরণ্য-অটবী—
দক্ষিণ কাননে এক হেরেছিনু জ্যোতির্ম্ময় ফুল,
মহিমার ছবি!
বন আলো করি ফুল হেসেছিল, অজানা, অচেনা
রূপ তার ফাটি পড়ে,
অঙ্গে অঙ্গে দ্যুতি ঝরে!
চন্দ্রকান্তমণি-দেহে ঝরে যথা চাঁদের জোছনা!
বিভোর বিভোর ফুল নিজ গরিমায়!
নামের কলঙ্কচিহ্ন নাহি তার গায়!

ওরে যাদু, তুই সেই ফুল,
অতুল, অতুল!

২

ওরে মোর মনচোর,
সরল হাসিতে তোর,
ধরা পড়িয়াছে মরি,
আজি রহস্যের কায়া!
বড়ই লাগেরে ভাল,
তোর ফুট্‌ফুটে আলো;
পলায়েছে
সংশয়ের, সন্দেহের আব্‌ছায়া
ঊষার আলোক
উছলিছে মুখে তোর,—
দেখা যায় ভূলোক, দ্যুলোক!

৩

রে স্বচ্ছ সরসী!
বিস্মিত বদনে তোর,
নীহারিকা, পূর্ণিমার শশী!
একি স্থির নীর!
পরিষ্কার, পরিস্ফুট! দেখা যায় অন্তর, বাহির।

৪

চিত্তসরে, নিদাঘে নিঝুম,
আমার এ প্রাণবৃন্তে ছিল আহা কুমুদ কুসুম!—
তোর ও মোহন স্পর্শে,
জাগিয়া উঠিছে হর্ষে,
আমার এ যামিনী-কুসুম!
বুঝিয়াছি, মর্ত্ত্যধামে, দেবতার করুণার নীর,
শিশুর পরশসুধা! সঞ্জীবনী নিশির শিশির

ইন্দিরা।

আমার এ কবিচিত্তে নিত্য খোস্‌রোজ্‌ :
নিত্য হেথা মহোৎসব, নিত্য হেথা ভোজ
শুভ্রচিন্তা, প্রফুল্লতা,—রূপময়ী নারী-
এ যজ্ঞশালায় আসি, বসে সারি সারি!
রসরঙ্গ, কলহাসি,---পুরুষ সুন্দর---
এই হেম-হর্ম্ম্য-মাঝে রাজে নিরন্তর!
হেথায় পোলাও, লুচি, খাস্তার কচুরী,
নিত্য এই নারীনরে বিতরে মাধুরী!
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আর পঞ্চাশ মিষ্টান্ন,
সুপক্ক ফলের রাশি, মেওয়া, পরমান্ন!

তার-মধ্যে এক নব, অদ্ভুত সামগ্রী,
সর্ব্ব দ্রব্যে হারাইয়া, লভিয়াছে decree !
এ যেনরে দেবভোগ্য পারিজাত-পাপ্‌ড়ি ;
ক্ষীর সাগরের যেন রসে ভরা রাব্‌ড়ি !

সোণার পেয়ালা মাঝে সতত চঞ্চল,
ক্ষুধাহরা, সুধারসে সদা ঢল ঢল !
আঙ্গুর হারিয়া গেছে, হেরে গেছে মিছ্‌রি,
মধুরসে টস্‌টসে, এ কোন সামগ্রী ?

এমনি মধুর দ্রব্য, রসের ভাণ্ডার,
ভুবনে এমন স্বাদু নাহি বুঝি আর !
যে খেয়েছে সে মজেছে ;---জনমের সাধ,
মিটে যায়, একি এর রসালো আস্বাদ !

আমার মানসী বধূ,---রসিকা দ্রৌপদী,—
তাহারও রসনায় উছলিছে নদী !
আমি যে এমন বুড়া, সুকেশ ধবল,
আমারো জিহ্বায়, হের, জুয়াইছে জল !

শোনরে বর্দ্ধমানের রসময় খাজা,
শোন্ কৃষ্ণনগরের সরপুরি ভাজা,
তোরা বাসি হয়ে যাস্ —এ যে নিত্য তাজা

একিরে অদ্ভুত দ্রব্য ! অয়ি অপরূপে,
তোর কাণে এর নাম বলিব রে চুপে !

শোন, শোন্, কাছে আয় নবীনা নাতিনী,
আমার প্রিয়তমার নবীনা সতিনী,
স্পর্শে মোর তুই কেন উঠিস্ ডরাই ?
এরি মধ্যে তোর এত সতীত্ব বড়াই ?
এক বছরের অয়ি সুন্দরী ইন্দিরা,
আয় কাছে,— তুই কেন হইলি অধীরা ?
মলয়-পরশে কেন সঙ্কোচ আকুল,
লোভনীয়া মোহনীয়া মাধবিকা-ফুল ?
শোন্ বলি, আহা মোর জুড়াল জীবন !
রসোল্লাস-সুধাসিন্ধু,
তারি এ যে এক বিন্দু !
কি মধুর !—তুই কেন ফিরাস্ বদন ?
এর নাম ইন্দিরার অতুল চুম্বন !

ডাকাত।

অথবা The Last of the Dacoits. *

মহা আস্ফালন করি, গৃহে যবে আইল ডাকাত,
কপাট খুলিয়া দিনু,—দিনু তারে ধনরত্নরাশি
যত ছিল, কিন্তু সে গো হাসি হাসি, আসি অকস্মাৎ,

* আমরা একটি দুরন্ত দাম্বাল শিশুকে আদর করিয়া এই আখ্যা করিয়াছি।

বুকে উঠি, দুটি বাহু প্রসারিয়া,—গলে দিল ফাঁশি !
তার কাছে ত্রস্ত হয় পরিজন, যত দাস দাসী !
বর্গি যেন দেশে এল ! “দস্যুরাজ” শিবাজী সাক্ষাৎ !
ওরে দস্যু ! আর কেন ? ক্ষমা কর, যোড় করি হাত,—
হৃদয়-ভাণ্ডার খালি ! সব তুমি লুটিয়াছ আসি !
ওরে শিশু ! নাহি তোর ঢাল, খাঁড়া, শাণিত কৃপাণ ;
কিন্তু তোর দন্তহীন দু-অধরে ওই চারু হাসি,
কাড়িয়া লয়েছে মোর ভালবাসা-স্নেহরত্নরাশি !
তোর হাতে কি দুর্দ্দশা ! আমি এবে ভিখারী সমান !
কেবা শোনে কার কথা ? দস্যু মোর কেশরাশি ধরি,
হাসিতেছে খল্ খল্—চারি ধারে মুক্তা পড়ে ঝরি !

তুইরে ঘরের ঢেঁকি।

১

নাব্ নাব্ থাম্ থাম্ ! একি বাড়াবাড়ি।
বুকটা কি মোর সদররাস্তা ? তুই কি জুড়াগাড়া ?
ভাঙ্লি গ্লাস, করলি চূর কাঁচের দোয়াত,
হরিকেন্ ল্যাম্পটাও তোলো কুপোকাৎ।
সোণা নোস্, সোণা নোস্, তুইরে কেবল মেকি---
সাত রাজার ধন মাণিক নোস্—তুইরে ঘরের ঢেঁকি

২

চাতক নস্, চকোর নস্, তুইরে ক্রূর চিল্!
গেলি উড়ে, ছোবল্ মেরে, আস্ত আমার দিল্।
কোন শ্রাবণে, কোন্ কদমে, করিস্ তুই নৃত্য?
বৃন্দাবনের ময়ূর তুই? কোন্ কবির কবিত্ব?
যেমন কবি, তেমনি ভাব!—ন্যাকার যেমন নেকি!
সাত রাজার ধন মাণিক নোস্—তুইরে ঘরের ঢেঁকি।

৩

পূর্ব্বকালে, গোপাঙ্গনা, শুনিয়ে মোহন বাঁশী,
মন উদাসী, ঘর ছাড়িয়ে, হইত কানন-বাসী!
ওরে ষাঁড়, মন উচাটন, শুনে তোর নাদ,
অবাক মোরা, হতভোম্বা, গণ্‌চি পরমাদ!
ভাঁড়োর ডাকে, পাঁড়োর ডাকে, কেমনে ঘরে টেঁকি?
সাত রাজার ধন মাণিক নোস্—তুইরে ঘরের ঢেঁকি।

৪

তোর বজ্রমুঠির মাঝে আমার কেশ রুদ্ধ!
কলিকালে আবার একি? গজ-কচ্ছপ-যুদ্ধ!
গেল চুল, ছাড়্ ছাড়্। করলে অনুযোগ,
দাঁত বিকাশি, হাসিস্ স্রধু, একি কর্ম্ম ভোগ!
বোঝা গেছে আসল কথা, দুনিয়ায় নাই নেকি—
সাত রাজার ধন মাণিক নোস্,—তুইরে ঘরের ঢেঁকি।

৫

চাংকারিয়ে, চস্‌মাটাও, দিলি ফেলে দূরে !
(মোর) নয়ন-মেঘে সলিল ঝরে তোর মল্লার সুরে।
দিন দুপরে, ওরে ডাকাত, খুলি প্রাণের খিল,
ননীচোরা লালের মত, হাসিস্‌ খিল্‌ খিল্‌ !
চোক রাঙালে, চক্ষু রাঙাস্‌, হয়ে মস্ত গৌঁকি !
সাত রাজার ধন মাণিক নোস্‌,—তুইরে ঘরের ঢেঁকি

৬

উল্‌টে দিলি জলের সুরাই, গল্‌ গল্‌ করে জল !
জলতরঙ্গ বাজ্বি তুই কোথায় শিখ্‌লি বল্‌ ?
গৃহকোণে ছিল গুপ্ত খেজুরে গুড়ের হাঁড়ি,—
ভেঙ্গে তাহা, রসময়, রসের নদী জারি
কল্লি তুই—কি বাহাদুর !—সেখের যেন সেখি !
সাত রাজার ধন মাণিক নস,— তুইরে ঘরের ঢেঁকি !

৭

শোভাময়ী মা যশোদার রে অদ্ভুত পুত,—
করলি চুরি, কুলুপ ভাঙি, যত রাব্‌ড়ি দুধ !
মোদের ভাগ্যে অন্টরম্ভা !— স্নেহের দুরি দিয়া,
ঠিক্‌ শাস্তি ! বাঁধ্‌বে তোরে মোর যশোদা মইয়া।
হৃদয়-উখ্‌লি গড়াগড়ি !—দুরি খাটো !—একি ?
সাত রাজার ধন মাণিক নোস্‌,—তুইরে ঘরের ঢেঁকি !

বুলাই। *

(১)

কোথা হ'তে পেলি তুই এই রূপরাশি ?
ভাবিয়া না পাই !
সত্য-শিব-সুন্দরের শুভ্র শুভহাসি,
তুই কি বুলাই ?

(২)

হুহু করে প্রাণ যার,—দুঃখী যেই জন,
বড়ই উদাসী,
সে ও হেসে ফেলে, হেরে ও চাঁদবদন,
অয়ি রূপরাশি।

(৩)

বেয়াড়া সংসারী যেই, হিংসানল জ্বেলে
জ্বলে' হয় সারা,
তারো প্রাণে শান্তি আসে, তোর কাছে এলে,
লো রূপ-ফোয়ারা।

(৪)

জ্যোতির জ্যোতির কোলে তুই ছিলি বুঝি,—
সুধায় বিভোর ?

* "বুলাই" দশ মাসের একটি কচি মেয়ে।

সে আনন্দে হুঁস্ নাই!—চক্ষু দুটি বুঝি,
বুলাই-চকোর!

(৫)

জোছনা-বরণে চোপা ও অঙ্গ-পরশে,
তাই কি, বুলাই,
প্রাণ জুড়াইয়া যায়? নিবিড় হরষে
চিরানন্দ পাই।

(৬)

কর্ম্মনাশা-পাপনদী গঙ্গারে পাইল—
মুক্ত-অভিশাপে!
কল্যাণি রে, ও শুভাঙ্গ হরে নিল,—হরে নি
মোর পাপ তাপে!

(৭)

একি! একি! ফুলে ফুলে ফুলন্ত ভুবন!
সচন্দ্র সলিলে
শত চন্দ্র!—কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল-কূজন!
কি শোভা নিখিলে!

(৮)

একি এ জ্যোতির বন্যা! বিশ্ববিমোহন
একি হেরি রূপ!
হাসিছেন হরি!—চুম্বি সে রাঙা চরণ
গুঞ্জরে মধুপ!

(৯)

চরণ-সরোজগন্ধে আনন্দে অধীর,

আমিও আকুল!

সৌন্দর্য্যনির্ঝরে হেরি, চক্ষে বহে নীর,

বুলাই-বুল্‌বুল্‌!

বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো।

১

বন্ধু সবে হেসেই সারা! এত আমি বুড়া,

তবু আমি বিয়ে-পাগ্‌লা, পিয়ে প্রেমের সুরা!

দু কুড়ি-সাত হয় না মোটে,—চার-কুড়ি-সাত-চেষ্টা

এ যেন কোনো বিকার-রোগীর দুর্নিবার তেষ্টা!

না জানি সে কেমন পরী, কেমন রাজ-কন্যা,

যারে হেরে উছলিল বুড়ার প্রেমবন্যা!

২

আমি ব'ল্‌লাম :—রূপের ডালি, জিনি পদ্মমধু,

নারীর সেরা, সে গো মোর স্বয়ম্বর-বধূ!

না চাহিতে, প্রেমময়ী বরিয়াছে আগে,—

নাহি কিন্তু কামগন্ধ তার পূর্ব্বরাগে!

রূপে গুণে ধন্যা হেন ত্রিভুবনে নাই;

ম'রে যাই ল'য়ে তার সকল বালাই।

৩

সৌন্দর্য্য-স্বপনে থাকে সতত বিভোর,
সুধাংশু মণ্ডলে যেন উধাও চকোর!
সাগর-কপোত যথা, সাগরের বক্ষে,
চায় উর্ম্মিমালা-পানে, অনিমেষ-চক্ষে!
চিত্রকলা-বিদ্যায় বিদুষী মোর প্রিয়া,
হেরে চিত্র-রূপরাশি, বিহ্বল হইয়া!

৪

জ্যোৎস্না দিয়া গড়া তার অঙ্গের মাধুরী,-
সাধে কি ক'রেছে মোর প্রাণ-মন চুরি?
অভিরাম ভঙ্গি তার, নাহি তার দাম,
সাধে কি হ'য়েছি আমি তাহার গোলাম:
এমন মধুর লজ্জা, এমন সু-হাসি,
সাধ যায় জনমে জনমে ভাল বাসি!

"কে সে ধনী?" হাসি; তুমি সুধাও আমায়-
বিবাহের আগে তাহা বলাই যে দায়!
তোমরা যদি ভাওচি দাও, সব হইবে মাটি
বুড়ার এই দুর্ভাবনা নয় কি মজা খাঁটি?
অধর ছুঁয়ে ও পড়ে যায় সুরার পিয়ালা---
তবু এত অনুযোগ? ছাড়! একি জ্বালা

৬

তোমরা বড় নাছোড়বান্দা!—বল্‌তে হ'ল ঠিক্—
ভুবন-মাঝে সকল রূপ অলীক! অলীক!
আমার সেই নারীর সেরার ডাক্ নাম "টেঁপি";
"যোগমায়া" আসল নাম! সেই দুষ্ট ক্ষেপী,
চা'র বছরের ক্ষুদে নাত্‌নি, ব'রেছে আমায়!
"হরি! হরি!" বল সবে, পালা হোলো সায়!

মণি

(১)

হে সুন্দর! বল্ বল্, কোন্ স্বপ্ন-লোকে,
নাগিনী-অলকে,
হাসিয়া উজ্জ্বল হাসি, ছড়ায়ে চন্দ্রিকা রাশি,
ছিলি তোর্ নিজেরি ঝলকে?
কোন্ নীল অম্বরেতে, নীহারিকা-ঝালরেতে,
ছিলি তুই লগ্ন?
উজলিয়া বিভাবরী, সারা বিশ্ব আলো করি,
আপন আনন্দে আহা আপনি নিমগ্ন!
কোন্ নব অলকাতে, বাসন্তী উষাতে,
ফুটেছিলি তারা রত্ন! ভুবন ভুলাতে?

২

তোরে হেরি, এ কি হেরি ? রঙ্গিণী পার্ব্বতী
বাসন্ত-ভূষণা—
অঙ্গে অঙ্গে ফুল ফোটে, অলি ঝঙ্কারিয়া ছোটে,
লীলাময়ী, ললিত-গমনা !
জিনি রক্ত পদ্মরাগ, তনুতে অশোক-রাগ,
যায় গিরি-কন্যা—
সুন্দরার পদস্পর্শে, কাঁপিয়া, রাঙিয়া হর্ষে,
গিরি-অশোকের শাখা হইল সুধন্যা !
জিনি সেই পদ্মরাগ, জিনি সে অশোক,
রে সুন্দর ! তোর ওই রঙ্গিল আলোক !

৩

হেরি ও চিকণ হাসি, অনিন্দ্য-বদন,
ওরে মনোহর !
ভেদি এ পাষাণ প্রাণ, ঝঙ্কারি ললিত তান,
ছুটে মোর কবিতা নির্ঝর !
দিব্য নেত্রে হেরি আমি, মোহিতে দিল্লীর স্বামী-
সাজিছে সুন্দরী !
মুকুরে হেরিয়া মুখ, পাইল অপূর্ব্ব সুখ ;
জ্বল জ্বল কোহিনুরে ভূষিল কবরী !
নুরজাহানের সেই কোহিনুর মণি,
জিনি তুই, ওরে মণি ! লাবণ্যের খনি !

৪

তোরে হেরি রে সুন্দর! আমার এ প্রাণে
বহিল মলয়!
হিম ঋতু অবসান, কোকিল ধরিল গান,
অকালিক বসন্ত উদয়!
হেরিতেছি—দুঃখী যক্ষ, পেয়েছে প্রিয়ার বক্ষ,
ফিরিয়া হরষে;
জায়াপতি কুতূহলে, হের দেখ গলে গলে!
চন্দ্রকান্ত মণি গলে চন্দ্রিকা পরশে!
অলকার জ্বল্ জ্বল্, চন্দ্রকান্ত মণি,
জিনি তুই, ওরে মণি! লাবণ্যের খনি!

৫

কি যাদু জানিস্ যাদু! রে পরশ মণি,
ও তোর পরশে,
হীনকান্তি, লৌহ-নিভা, ধরিল কাঞ্চন-বিভা,
ভাব-পদ্ম মানস-সরসে!
কোন্ অজানিত টানে টানিলি আমার প্রাণে,
অয়স্কান্ত মণি?
ঘুচিল কলুষ-জ্বর, ব্যাধিহীন এ অন্তর—
স্পর্শে তোর, ওরে মোর চারু চিন্তামণি!
মুমূর্ষু কবিতা ছিল নয়ন মুদিয়া;
স্পর্শে তোর হর্ষে ধনী উঠিল বসিয়া!

৬

কোন্ সে বৈকুণ্ঠে ছিলি বিষ্ণুর উরসে

কৌস্তুভ রতন !

তোরে পেয়ে, ওরে মণি, পাইল নয়নমণি

আমার এ আঁধার নয়ন !

একি আলোকের বন্যা ! চারি ধারে চুনি, পান্না,

হীরক মোহন !

ঘুচিল ঘুচিল ত্রাস, টুটিল মায়ার ফাঁস,—

একি ! একি ! একি হেরি অপূর্ব্ব দর্শন !

প্রাণ-বৃন্দাবনে আহা হাসিছে দুলাল,

নীলকান্ত মণি মোর !—ননীচোরা লাল !

জগাই ডাকাত।

তিন বছরের শিশু জগাই ডাকাত,

শিশু মদনের তুই মূরতি সাক্ষাৎ !

পঞ্চ বাণ খরশান ধরে ফুলধনু,

ধরে পঞ্চ খর শর তোরো ফুলতনু !

হাস্য-শর, ক্ষুদ্র মুষ্টি, রোদনের বাণ,

মধুর মধুর দৃষ্টি আর অভিমান !

উভয়ের অভিরাম, ফুলতনু কি সুঠাম !

ভেদ এই,—তোর পুষ্পে নাহি কামগন্ধ ;—
পরশে দরশে আহা নিবিড় আনন্দ !

২

তিন বছরের শিশু ওরে জগন্নাথ,
বিংশ শতাব্দীর তুই জগাই ডাকাত !
হাঁক্ ডাক্, লাফা লাফি, আর মারামারি,
তেমতি তেমতি তোর সব বাড়াবাড়ি !
গৃহ দ্রব্য লুঠ পাট্, নয়ন আরক্ত !
তার পার ? আহা কত শান্ত, দান্ত, ভক্ত !
তেমতিরে খোলা ভোলা তেমতিরে হারিবোলা ;—
ভেদ এই,—যৌবনে সে ছিল না মহান্ !
চির দিন পুণ্যবান্, তুই মহাপ্রাণ !

৩

অমৃতের মহা সিন্ধু অপূর্ব্ব হিল্লোলে,
আমার এ কবি-চিত্তে বহিছে কল্লোলে !
তারি বেলা-ভূমে আমি র'চেছি সুন্দর,
সৌন্দর্য্যের জগন্নাথ-পুরী মনোহর !
সুন্দর দেউল রচি, ক'রেছি স্থাপন
রে সুন্দর ! তোর ওই মুরতি মোহন !
প্রসারি অন্তর দৃষ্টি হের এ অমর সৃষ্টি ;—
এ নহে কল্পনা কথা, এ নহে স্বপন ;
শিশুই মানব-বেশে দেব নারায়ণ !

দুহিতা-মঙ্গল-শঙ্খ।

১

দ্বিপ্রহর দিবা যবে, দাসী আসি, হাসি মৃদুহাসি,
কহিল "হয়েছে কন্যা" !—আমি সেই সংবাদ পাইয়া,
ফুল্ল মুখে ফুল্ল বুকে, কহিলাম আনন্দে গলিয়া,—
"বাজাও, বাজাও শঙ্খ" ! কিন্তু মোর মুখ চাপি আসি,
ডাইনী কু-রীতি কহে—"এ কি ভ্রান্তি ! হে কবি সাবাসি
পুত্র হ'লে শাঁক বাজে ; কন্যা হ'লো, শাঁক বাজাইয়া,
কেন ডাক অমঙ্গলে ?"—রাক্ষসীর সে কথা শুনিয়া,
হইলাম লজ্জা-মৌন, অধোমুখে নেত্রজলে ভাসি !
এ কি কথা ! হায় হায়, এ কি ঘোর সর্ব্বনাশী প্রথা !
বরপ্রার্থি হে বাঙ্গালি ! আজি তুমি করিছ অর্চ্চনা
সুপক্ক ফলের অর্ঘ্যে, দীপ জ্বালি ! সব বিড়ম্বনা !
প্রবঞ্চক ! দেবতারে ঠকাইবে ? এ কি মাদকতা !
বৃথা এ গুগ্‌গুল ধূপ ;—রক্ষাকালী হবেন কি রাজি ?
হে প্রমত্ত ! চরণে ঠেলেছ তুমি কুসুমের সাজি !

২

হে কবিতা ! রাখ মান এ সঙ্কটে, করি এ মিনতি।
চিত্ররূপা কুহকিনী তুই ধনি, অসংখ্যরূপিণী !
নিত্য নব নব বেশ, বরিষার জলদ যেমতি !—

প্রতিধ্বনি-বেশে কভু টানি আনি ব্রজের গোপিনী,
বংশীধর-অধরের বংশী হ'য়ে লো চারুভাষিণি !
ফুকারি উঠিস্ তুই। ফুটে ফুল আনন্দে, ব্রততী
দুলে উঠে ; রঙ্গে নাচে নীলাম্বরা যমুনা যুবতী,
শুনি তোর কলস্বর, কুহকিনি লো মনোমোহিনি।
সপ্তস্বরা বীণা হ'য়ে কভু তুই নিজ ভাবে ভোর,
বাজিস্ ভারতী-কুঞ্জে, তারে তারে ললিত ঝঙ্কারে !
চরণ শিঞ্জিনী হ'য়ে কভু তুই, ওরে চিত্তচোর,
বাজিস্ মধুর হর্ষে রূপসীর রূপের আগারে !
কভু তুই জাগাইয়া দিশি দিশি তরঙ্গ-হিল্লোল,
করিস্ গর্জ্জন ঘোর, হ'য়ে ক্ষুব্ধ জলধি-কল্লোল।

৩

হে অপূর্ব্ব গ্রামোফোন্-কুহকিনি কবিতা সুন্দরি
কভু তুই গাঢ় মেঘমন্দ্র হ'য়ে করিস্ গর্জ্জন ;
সন্ধ্যা-বলি-কালে তোর ভীম রোল বাজে অনুক্ষণ,
নাগাড়া দামামা রূপে, মহেশ্বর-মন্দির ভিতরি !
ভাসে যাহে হাস্য-রোলে হৈমবতী ; বাহু ঊর্দ্ধ করি,
তাণ্ডবিয়া নাচে যাহে মহা হর্ষে দেব ত্রিলোচন ;
বর্হরাশি প্রসারিয়া নাচে যাহে শিখণ্ডী মোহন,
কদম্ব কাঁপে রে যাহে নীপে নীপে শিহরি শিহরি!
কভু তুই কাঁই কাঁই কাঁই কাঁসি, আরতির কালে !
মধু হরিবোল-মাঝে কভু তুই করতাল, খোল !

সাঁওতাল-নৃত্যে কভু তাক্ ড়ুম্ ড়ুম্ তুই ঢোল,
তাথেই তাথেই নৃত্য কভু তুই বালকের পালে!
অস্ফুট মলয় কভু; অপরূপ রসের আস্বাদ,
মুখর চুম্বন কভু, ভাঙে যাহে মান-লাজ-বাঁধ!

৪

পণব, পটহ, ভেরী কভু তুই আরক্ত আহবে;
লোলজিহ্বা উল্কামুখ অগ্নিবাণ, গোমুখ-নিনাদ!
কড়্ কড়্ কড়্ শব্দে, ভুমিকম্প, বিশ্বের প্রমাদ,
প্রলয়ের ঝড় যেন, মরণের উৎকট উৎসবে,
শবে শবে আচ্ছাদিয়া ধরিত্রীরে! যেন অকস্মাৎ
ভেদিয়া আগ্নেয় গিরি, অনর্গল অগ্নির উৎপাত,
বিরচি যোজনব্যাপী সমাধি-নগরী, ঘোর রবে!
হে কবিতা কুহকিনি, কভু তুই নায়েগ্রা-প্রপাত,
আছাড়ি আছাড়ি পড়ি মুণ্ডহারা কবন্ধের মত,
ভাবুকের চিত্তে ঢালি কৌতূহল, বিস্ময়, আহ্লাদ,
ফেনপুঞ্জে ফেনপুঞ্জে বিরচিয়া ইন্দ্রধনু শত।
কভু তুই ফুলবনে অতি মৃদু ভ্রমর-গুঞ্জন;
মিলনে বিরহ শেষে, দম্পতির প্রেম-আলাপন।

৫

হে কবিতা কুহকিনি, রাখ মান, করি এ মিনতি।
ধর আজি ধর আজি, শঙ্খ-বেশ, কুন্দেন্দু-ধবল;—

ধ্যানে বন্দি পাঞ্চজন্যে, মাধবের শঙ্খ সমুজ্জ্বল,
বর্ণে শ্বেত শতদল ; বিশ্বজয়ী অপূর্ব্ব-মুরতি,
দেবদত্ত ধনঞ্জয় ; পৌণ্ড্র যার বিরাট ভারতী
ভেদ করে দশদিশি, ভীমনাদি সু-ঘোষ বিমল,
অপূর্ব্ব মণিপুষ্পক, প্রভা যার জ্বলে জ্বল্ জ্বল্,—
পাণ্ডবের পঞ্চ শঙ্খে পুণ্যবতি ! কর রে প্রণতি।
লভি শুভ আশীর্ব্বাদ, হ'য়ে পুষ্ট বিরাট বিপুল,
রে অতুল শঙ্খ মোর, নিনাদিয়া অমোঘ হুঙ্কারে,
বল্ বল্ উচ্চ কণ্ঠে বাঙ্গালীর প্রতি দ্বারে দ্বারে,
"মোর নাম দুহিতা-মঙ্গল-শঙ্খ !" আমার তুমুল
বিশ্বব্যাপী মহাশব্দ পশি আজি বাঙ্গালীর কাণে,
লজ্জা ঘৃণা জাগাইতে নারিবে কি ও অসাড় প্রাণে ?

৬

নাহি ঘৃণা, নাহি লজ্জা ! ধিক্ ! ধিক্ ! অধম বাঙ্গালি,
তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি ভস্মে ঘৃত ! কি অন্ধ নয়ন !
পুত্র হ'লে শাঁখ বাজে ! কন্যা হ'লে আঁধার ভবন।
নারীরে অবজ্ঞা করি মাখিয়াছ মুখে চূণ কালি !
প্রকৃতি-রাধারে এত অবহেলা ? তাই বনমালী
চির তরে চির তরে ত্যজেছেন বঙ্গ-বৃন্দাবন।
গৌরীরে দিয়াছ ফাঁকি ! রক্ষা নাই, উলঙ্গ নর্ত্তন
এ কি ঘোর ! হের হের রণরঙ্গে নাচে মহাকালী !
সতীরে করেছ তুমি অপমান, অবোধ বাঙ্গালি !

এ নূতন দক্ষযজ্ঞে তাই আজি তাণ্ডবি নাচিছে,
ভূত প্রেত, উলাঙ্গিনী মুক্তকেশী ভৈরবী করালী,
হি হি করি অট্ট হাস্যে চীৎকারিয়া বদন ব্যাদিছে!
ছাগমুণ্ড হইয়াছে যজ্ঞ শেষ! এ বঙ্গ সংহারি,
কি দেবত্ব? সংহর সংহর ক্রোধ, দেব ত্রিপুরারি!

৭

"মাতা নারী, ধাত্রী নারী, ভয়হরা দেবতারূপিণী,
নারীই শৃঙ্খলা বিশ্বে, মিষ্টরস, সৌন্দর্য্য-আধার!
নারীর মাহাত্ম্য, মূঢ়! বুঝিলে না, তাই হাহাকার
আজি বঙ্গে গৃহে গৃহে। বিধাতার মানস-মোহিনী
যে কবিতা, হে পুরুষ! তুমি তার শব্দ মাত্র সার;
অক্ষরের শ্রেণী তুমি, নারী তার তাল ও রাগিণী!
যে নিশার অঙ্গে অঙ্গে উছলয়ে অসীম সুষমা,
হে পুরুষ! তুমি তার কুন্তলের ঘোর অন্ধকার!
নারী তার তারা রত্ন, ছায়া পথ শোভা নিরুপমা!
রজনী গন্ধার হাস, শেফালির আনন্দ-সম্ভার!
নারী তার—শান্তি, নিদ্রা, ঝিল্লীময়ী নূপুর-শিঞ্জিনী!
নারী তার পৌর্ণমাসী, জ্যোৎস্না-বন্যা, বিশ্ব-বিপ্লাবিনী!

৮

ক্ষিপ্ত শাখামৃগ সম, হে পুরুষ, দিতেছ ফেলিয়া
রসালের শাঁস রস; শুষ্ক আঁটি চুষিছ হরষে!

হে বর্ব্বর! নারিকেল-বহির্ভাগ-কঠিন-পরশে
প্রতারিত, দেখিলে না একবার ভ্রমেও চাহিয়া,
কি স্বাদু অমৃত আছে অভ্যন্তরে, আনন্দে গলিয়া,
বিমোহিত সারা বিশ্ব করে পান সেই সুধারসে!
ওকি! ওকি! কর্ম্মনাশা-নীর ভাবি, প্রমাদের বশে,
গঙ্গা-জল-কলসীরে অবহেলে দিলে গড়াইয়া!
সাবধান! এখনও সাবধান! ঠেলোনা চরণে
দেবের মঙ্গল ঘটে, হে মোহান্ধ শনিগ্রস্ত জন!
নতুবা এ কর্ম্মফলে ডুবি যাবে সমুদ্র-প্লাবনে
সারা বঙ্গ বারিগর্ভে, নাহি রবে চিহ্ন-নিদর্শন!
নতুবা এ কর্ম্মফলে প্রলয়ের আশ্বিনী ঝটিকা
ভূমিসাৎ করি দিবে সারা বঙ্গ—হর্ম্ম্য অট্টালিকা!

৯

ভুলোনা কৃতঘ্ন জন! মূর্ত্তিমান্ আত্ম-বিসর্জ্জন
নারীই জননীরূপে! পুত্র-তরে এত আত্মহারা
কে গো বিশ্বে? আহার বিহার ত্যজি, পাগলিনী পারা
রক্ষেন আপন পুত্রে, ধরি যেন অসংখ্য লোচন;
সঙ্কুচিত হয় যাহে লাজে ভয়ে আপনি শমন!
নারীই বাৎসল্য-রস, অবতীর্ণ, হইয়ে সাকারা;
মূর্ত্তিমতী ভক্তি নারী; অন্নপূর্ণা, ইন্দিরা উদারা,
করুণার ছবি নারী, নেত্রে ঝরে মুকতা শোভন!
একাধারে জননী, সচিব, সখী, নারীই জগতে

আনন্দ-ব্যঞ্জন হয় স্বাদহারা বিনা এ লবণ!
নারী দৌবারিক-ত্রাসে হরিবারে কনক-রজতে
নাহি পারে অমঙ্গল, ক্রূর দৈত্য, বিকট-বদন!
মূর্ত্তিমতী মাধুর্য্যের রস যেই শ্রীরূপা রাধিকা,
নিন্দি তারে, হে বাঙ্গালি, হেরিতেছ ঘোর বিভীষিকা!

১০

মোর নাম "দুহিতা-মঙ্গল শঙ্খ", তুষার-ধবল;
কবি চিত্ত-জলধি-মন্থনে আমি হ'য়েছি বাহির!
সেই অন্তরের সুরে,—কাণ পাতি, প্রাণ করি স্থির,
(শোন সবে!) সোঁ সোঁ রবে, মনোহর, মৃদু কলকল,
বাহিরিছে নিরন্তর, ভেদি মোর রজত-শরীর!
ক্ষীরসাগরের আমি মহারত্ন, উদার, উজ্জ্বল;
সোদরা ভগিনী মোর জ্বল্‌ জ্বল্‌ মুকুতা রুচির;
লক্ষ্মী-ঝাঁপি-মাঝে ছিনু, চমকিয়া জলধির তল!
আমি আজি, দুহিতা-জনম-দিনে, বাজিব সুস্বরে;
তোমরাও কর সবে "জয় জয়", মাঙ্গলিক রবে!
কর সবে উলুধ্বনি! জাগাইয়া আনন্দ-উৎসবে,
কলকণ্ঠ হাসি-পাখী, হৃদয়ের নিকুঞ্জ সুন্দরে!
"দুহিতা-মঙ্গলশঙ্খ" বাজিতেছি আমি মহারোলে,—
হিল্লোলিত হোক্ বিশ্ব, দিশি দিশি আনন্দ-কল্লোলে।

শিশুর আদর।

কে চায় নলিন্ সূর্য্যমুখী ?
কে চায় কুমুদ হাস্যমুখী ?
বাসরঘরের কনের মত
বরণকালের বধূর মত !

কে চায় অশোক, আগাগোড়া,
রাঙা জামাজোমায় মোড়া ?
লাল পাগ্‌ড়ি, লাল চোগা,
পুলিস চৌকির দারোগা !

কে চায় কদম ?   যায় উড়ে
আঙরাখাটি ফুর্‌ফুরে !
অঙ্গ ভেজে, হায় তবু
মহা সৌখীন ফুল বাবু !
(আমি) চাই মালতি, বকুল জাতি
চাই অতসি, রূপের ভাতি !
খোকার মত !
খুকির মত !
(আমি) চাই সিউলি, টুক্‌টুকে ;
সেঁউতি, জুঁই, ফুট্‌ফুটে ;

যাদুর মত!

ধোনার মত!

মেন্তু।

১

"ভুবনে অতুল তুমি—এ কি অপরূপ!
কোথা পেলে কুহকিনি, এ মোহন রূপ?
ধরারে করে গো ধন্যা, তোমার ও রূপ-বন্যা,
শোকহরা ঊষার আলোক;
তোমার চরণস্পর্শে মুঞ্জরি উঠে গো হর্ষে
হৃদি-তরু অরুণ অশোক!
আমি গো বকুলতরু কাঁপিতেছি দুরু দুরু
তোমার ও মুখ খানি চুমে;—
অধরে কি করে বাস বারমাস মধুমাস?
ছেয়ে দিলে কুসুমে কুসুমে!"
এই চারু সম্বোধনে সে রূপসী নারী-ধনে
তুষিতে ছিলাম সঙ্গোপনে!
হেন কালে গর্ গর্, রোষে তনু থর্ থর্,
স্ত্রী আমার গজেন্দ্র-গমনে,
আসিয়া, রাগিয়া কহে—"এতো প্রাণে নাহি সহে!
চির দিন জ্বালাইলে হাড়!

এত যে হ'য়েছ বুড়া, তবুও রসিক-চূড়া !
অবাক্ !—যুবক মানে হার !
শুনি কথা, অপরাধী মোরা দুই জনে,
হাসি মৃদু, থাকি ব'সে আনত বদনে !

২

"কাড়িয়া ল'য়েছ তুমি বিশ্বের সৌন্দর্য্য !
গরবিনি ! এ কি তব রূপের ঐশ্বর্য্য !
একি লাবণ্যের সৃষ্টি ! এ হেন চঞ্চল দৃষ্টি
নাই, নাই, হরিণ-নয়নে !
হেরি তব কেশগুচ্ছ, প্রসারিত শিখি-পুচ্ছ,
নৃত্যলীলা ভোলে অভিমানে।
লাজে হয় হীনবর্ণ, চম্পক-অতসী-বর্ণ,
চাহি তব চন্দ্রানন পানে !
বিম্বাধরে এ কি হাসি ! দন্তকুন্দ পরকাশি,
কি সুধা ঢালিছ মোর প্রাণে !"
এত বলি বসি চুপে, বিমুগ্ধ সুন্দরী-রূপে,
মুখ তার হেরি বার বার !
হেন কালে পেয়ে সাড়া, ক্রুদ্ধা পাগলিনী পারা,
স্ত্রী আমার হয়—আগুসার !
ঘন ঘন হাত নাড়ি, আকাশ উপাড়ি পাড়ি,
কত কহে ঘূর্ণিত-লোচনা !

লোল-জিহ্বা, অসিকরা,   ত্রিনয়নী ভয়ঙ্করা,
কালী যেন করাল-বদনা !
হেরি সেই দাবাগ্নির দাউ দাউ শিখা
স্তব্ধ হই, মোরা দুই নায়ক নায়িকা !

৩

"তব স্পর্শে পুলকে ধরণী হোলো সারা !
উর্ব্বশী মেনকা, রম্ভা, কোথা লাগে তারা !
তুমি মম সুখ স্বপ্ন,   ভব-জলধির রত্ন ;
জনম জনমে তব ধ্যানে,
দিবানিশি অবিরত,   করেছি তপস্যা কত ;
তুমি এলে বিধির বিধানে !
আহা কিবা মনোহরা   তোমার ও ভুরু জোড়া,
অনুচর যেন দুটি ধনু !
নেত্র-তূণ মনোহর   করিয়াছে জর জর,
আমার এ বাণবিদ্ধ তনু !"—
এত বলি, অতঃপর,   হই আমি অগ্রসর,
অধর-অমৃত-পান হেতু,
কোথা হ'তে আচম্বিত,   আসি তথা উপস্থিত
স্ত্রী আমার, কাল-ধূমকেতু !
"ও যেন যুবতী বালা,   পাইতে চিকণ কালা,
আকুল ব্যাকুল ওর চিত ;

কিন্তু তুমি এত বুড়া, তবু চাও প্রেমসুরা ?
স্বভাবের এ কি বিপরীত !"
শুনি কথা, আপনারে মানি অতি তুচ্ছ ;—
আমি যেন দাঁড়কাক, পরি শিখীপুচ্ছ ।

৪

"তিলফুল জিনি নাসা, মরি কি সুন্দর ;
দোদুল দুলিছে তাহে সোনার বেসর !
শ্রাবণে সুনীল দুল, চারু ঝুমুকার ফুল
ধরা যেন পরিয়াছে কানে !
নেত্রে জাগে কি পিয়াস, কিছুতে মিটেনা আশ,
চাহি ধনি, তব মুখ পানে !
কিছু দিন, হেথা থাকি, তুমি যবে চক্রবাকি,
আন্‌দেশে করিবে প্রয়াণ,
কেমনে ধৈরয ধরি, পোহাইবে বিভাবরী,
আমার এ চক্রবাক-প্রাণ ?"
এত বলি, ছল্ ছল্ নেত্রে বহে অশ্রুজল ! —
কোথা হ'তে আসি মোর প্রিয়া,
গালভরা শুভ্রহাসি, আচম্বিতে লয় আসি,
সুন্দরীরে ক্রোড়েতে তুলিয়া !
"ছয় বছরের কন্যা, রূপে গুণে তুই ধন্যা—
স্নেহময়ী মোদের নাতিনী,

বহু পুণ্যপুঞ্জফলে, বহু তপস্যার বলে,
পাইয়াছি এ হেন সতিনী !"
শুনি কথা, মেস্ত্র দেয় ঘন করতালি ,—
সে গো মোর ব্রজরাণী, আমি বনমালী !

নর্ম্মদা।

নর্ম্মদার মত কোনও একটি আনন্দদায়িনী সুন্দরী
কন্যাকে দেখিয়া এই কবিতাটি রচিত হইল।
কন্যাটির নামও "নর্ম্মদা"।

মাতঃ নর্ম্মদে স্বচ্ছ-সলিলা,
নর্ম্মদার মত গতি, মতি, লীলা,
তোর মা তোর মা ! বিমলা, শীতলা,
কভু বা গভীরা, ধীরা, অচঞ্চলা,
প্রৌঢ়ার মতন, কভু বা চপলা
বালিকার মত, তর্ তর্ গতি !
পুণ্যপুঞ্জফলে, পুণ্যবতী সতি,
পাইলাম তোর দিব্য দরশন ;
কাঙাল পাইল যেন রে রতন !
জন্মান্ধ পাইল যেন রে নয়ন !
যেন মা যেন মা পূর্ব্বজন্মফলে !
ভাসিতেছি দ্যাখ্ আনন্দের জলে !

জননী হারায়ে আপন সন্তানে,
বহু উপবাসে, যাগ-যজ্ঞ-ধ্যানে,
যেন মা পাইল নয়নের মণি !
হেমন্তের অন্তে, দুঃখিনী অবনী
আবার পাইল বসন্ত কুমারে !
শত পুত্র জিনি হেরিয়া তুহারে,
অয়ি নমুধন, আনন্দ-আসারে
হইলাম মগ্ন—যেইদিকে চাই,
হেন কন্যারত্ন, নাই—নাই, নাই !
ম'রে যাই তোর লইয়ে বালাই !
উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে, উদ্দাম তরঙ্গে,
কোন্ গিরি হ'তে গরবে ভ্রূভঙ্গে,
মাতঃ নর্ম্মদে, আসিয়াছ রঙ্গে !

জয় মা জয় মা শুভদে, ভক্তিদে,
ও পবিত্রমুখ শান্তিদে, মুক্তিদে,
হেরি যে আহ্লাদ হ'য়েছে নর্ম্মদে,
প্রকাশিতে তাহা বাক্‌বুদ্ধি হারে !
চিনি খেয়ে বোবা বর্ণিতে কি পারে
চিনির আস্বাদ ? বসন্তের মুখ
হেরি যবে, সুখে ভরি যায় বুক

কোকিলের,—আহা মনের আনন্দে
আম্র-মুকুলের পুষ্প-মকরন্দে
হইয়া বিভোর, ধরে সে গো গান ;
আপনার গানে আপনি অজ্ঞান !
কেন সে যে গায়, জানে না জানে না,
নিজেই বুঝে না, নিজ-গুণপণা !
তাই মা নর্ম্মদে, সৌন্দর্য্যে বিভোর,
ধরিয়াছে গান চিত্ত-পিক মোর !
তাই মা, তাই মা, মধু "মা মা"-রবে,
জিনি কোকিলের কুহু কলরবে,
করিতেছি ধ্বনি বসন্ত-উৎসবে !

. . . .

পুণ্যতোয়া তোর ভগ্নী সুরধুনী,—
তাহারি মতন, লো কলবাহিনি,
চপল-তরঙ্গা কলকণ্ঠস্বরা,
লীলাময়-অঙ্গা, অপূর্ব্ব-অম্বরা !
উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে, উদ্দাম তরঙ্গে,
কোন্ গিরি হ'তে গৌরবে ভ্রূভঙ্গে,
মাতঃ নর্ম্মদে আসিয়াছ রঙ্গে !
করে ঝল্‌মল্ কিবা পরিপাটি,
মধুর উজ্জ্বল অপরূপ সাটি !
চারিধারে মরি হাসে তারাফুল,

তরল-কনক-জ্যোৎস্না-সমাকুল,
প'রেছেন যেন অপূর্ব্ব দুকূল,
জননী নর্ম্মদা, তটিনীর রাণী !
এ কি হ'লো মোর ? ও মূরতিখানি,
ভকতি-বিভোর, দেখিতে দেখিতে,
একি দেবীমূর্ত্তি আসি আচম্বিতে,
বসিল গৌরবে হৃদয়-মন্দিরে !
খুলে গেল মোর, ধীরে ধীরে ধীরে
মায়ার বাঁধন !—এ কি রে ? এ কি রে ?
সোণার মুকুট শোভে মার শিরে !
বাজা তোরা শঙ্খ, দে রে তোরা উলু,
বাজিছে নূপুর করি কুলু কুলু
নর্ম্মদা মায়ের চরণ-রাজীবে !
বল্ মা বল্ মা, ছাড়িয়া ত্রিদিবে
এতদিনে এলি ? সন্তানের লাগি
ত্রিদিবের সুখে হইলি বিরাগী ?
স্নেহে হোলো জল মার নিত্যদেহ,
আহা কি মায়ের অপরূপ স্নেহ।
বাষ্প-গদগদ বহে "ধূম ধারা",
সন্তানে নিরখি ! লাবণ্যের ধারা
উথলে চৌদিকে ! শ্বেত শিলাতল
তাহার উপর চরণ কমল,

রেখেছেন আহা চারু কল্লোলিনী!
জয় জয় জয় নর্ম্মদা-নন্দিনী!
কোথায় চলেছ অপার পুলকে,
অনন্ত সাগরে মিশাবে কৌতুকে!
একেলা কি? তাহা হবেনা হবেনা!
ওমা স্নেহময়ি, সন্তানের কান্না,
শুনিবি না? মাগো ভাসে কত শিলা
তোর জলে—তারা করি রঙ্গলীলা,
তোরি কৃপাবলে, অয়ি বিশ্বরমে,
চলি যায় সুখে সাগর-সঙ্গমে।
পত্রপুষ্প-হারা কত রুক্ষ কাঠ,
তরঙ্গের দোলে নাচি নবনাট,
পড়ে গিয়া রঙ্গে সমুদ্রের কোলে,
অপূর্ব্ব হিল্লোলে, অপূর্ব্ব কল্লোলে!
পত্রপুষ্প-হারা আমিও মা কাঠ,
কঠিন পাষাণ আমারো ললাট!
পড়িয়ে বিপাকে সংসারের ঘোরে
কত মা ঘুরিব? কত মা নাচিব?
তোর সঙ্গে রঙ্গে লয়ে চল্ মোরে,
অয়ি স্নেহময়ি জননি নর্ম্মদে,
আমারেও ঢাল্ সে অমৃত-হ্রদে।
অন্তিমের দিনে, বরদে, শুভদে,

মা মা রবে চক্ষু মুদিয়া নর্ম্মদে,
তোর বক্ষে যেন লভি বিষ্ণুপদে!

খোকার উপমা।

১

মুখখানি চাঁদপারা, মধু সম স্বাদু,
কেমনে আদর করি বল্ বল্ যাদু?
চারি ধারে শুধু মরু, ধূ ধূ ধূ ধূ সবি,
তুই খোকা, তারি মাঝে একখানি ছবি:
চারি ধারে অন্ধকার, ক্লান্ত হয় আঁখি,
তারি মাঝে তুই যাদু উজ্জ্বল জোনাকি!

২

শ্রীমুখে মাখানো আহা আবিরের রাগ!
মোহন! কেমনে করি যতন, সোহাগ?
মালঞ্চে ঝরিয়ে গেছে যত পুষ্পলতা,
তারি মাঝে তুই যাদু, ক্রোটোনের পাতা!
টোকো আমে টোকো আমে বিশ্ব ভরপুর,-
তারি মাঝে তুই যাদু, বোম্বাই মধুর!

দুহিতার আদর।

১

বসন্তের সুখোচ্ছ্বাস, শরতের প্রীতি,
দোল পূর্ণিমার কে গো মূর্ত্তিমতী গীতি?
বিকচ কমল তুল্য কার মুখখানি?
অধরে পদ্মের হাস,
কপোলে পদ্মের বাস!
রাজহংস থরে থরে,
দু'চরণে ক্রীড়া করে!
ও বদনে রঙ্গভরে,
এলোচুল এসে পড়ে!
বেড়ি রক্ত শতদল,
যেন মধুকর-দল!
বাহু দুটি সুকুমার
যেন মৃণালের সার!
হেরি সে মোহন কান্তি,
দেবী ব'লে হয় ভ্রান্তি!
কোন্ সে নলিনী রাণী? লাবণ্যের রাণী?
মোর নর্ম্মদানন্দিনী, মোর নর্ম্মদানন্দিনী।
ইন্দুপাণ্ডু ক্ষৌমবাস শোভে কার অঙ্গে?
অমল মরাল যেন ধবল তরঙ্গে!

চাঁদমুখে সুধাহাসি,
যেন জ্যোছনার রাশি।
রবিবর্ম্মা-চিত্রশালে
নাই, নাই—কোনকালে,
এ হেন সুন্দরী মূর্ত্তি!
কি ভঙ্গিমা! কিবা স্ফূর্ত্তি!
ধরাতে কি হেন আছে?
দেবকন্যা নামিয়াছে
ধরা ধন্য করিবারে!
আপনি ইন্দিরা হারে!
যেন গো ফুলের সৃষ্টি,
যেন গো পুষ্পের বৃষ্টি!
কে বরেণ্যা? স্পর্শে হর্ষে বিহ্বলা অবনী?
মোর নর্ম্মদানন্দিনী, মোর নর্ম্মদানন্দিনী!
তোমরা কি জাননাক' এ দুহিতারূপে,
বিশ্বমাতা বিশ্বধাত্রী, মায়া অপরূপে,
অণুরূপে বিভুরূপে বসি আছে চুপে?
সকল ভয়ের ভয়,
জয় মঙ্গলার জয়!
মা আমার সর্ব্বজয়া,
তবু মূর্ত্তিমতী দয়া!

অতসীর স্বর্ণে স্বর্ণে,
চম্পকের বর্ণে বর্ণে,
মায়ের মূরতি রাজে,
আহা কি অপূর্ব্ব সাজে !
গ্রহে গ্রহে ঘটে পটে,
বিরাজেন সর্ব্বঘটে !
দূর্ব্বাদলে ফলে, ফুলে,
আছেন সবারি মূলে !
কে এ সৌম্যা ? গুণে লুব্ধা, বিমুগ্ধা অবনী !
মোর নর্ম্মদানন্দিনী, মোর নর্ম্মদানন্দিনী !

২

মম মাতা অন্নপূর্ণা, স্বপনে আসিয়া,
অশ্রুজলে সিক্ত আঁখি, শিয়রে বসিয়া,
রোগার্ত্ত পুত্রেরে দিলা বেদানার দানা !
অমনি পলাল রোগ,
অমনি পলাল ভোগ !
স্বপ্নান্তে একি একি !
সেই জননীরে দেখি,
এই দুহিতার দেহে !
স্নেহময়ী মহাস্নেহে,
সেবার মূরতি ধরি,
দাঁড়াইয়া রাজেশ্বরী।

বেদানাও হাতে আছে,
স্বপ্ন মম ফলিয়াছে!
আঁখি দুটি নিরমল,
কি দুঃখে মা ছল ছল?
কমলে শিশির ছলে,
মুকুতা যেন রে ঝলে!
অন্তিমেও এই বেশে দাঁড়াস্ জননি,
মোর নর্ম্মদানন্দিনী, মোর নর্ম্মদানন্দিনী!

খোকাবাবু।

মোর কণ্ঠ জড়াইয়া, শিশু কহে "সবারি কবিতা
হ'য়ে গেল!—মোর কই? মোর প্রতি নাহি ভাল বাসা?
খোকার সে কাঁদো কাঁদো মুখখানি, আধো আধো ভাষা
নিরখি, হইল মোর চিত্ত-রাধা দুঃখিতা, লজ্জিতা!
কহিলাম মনে মনে "খোকাবাবু, ভ্রাতা, ভগ্নী, পিতা,
সবারি তুলনা আছে! সৃষ্টিছাড়া! কোথা তোর বাসা?
চন্দ্র হারে, তারা হারে তোর কাছে!—এ কি রে তামাসা
লাজে তাই অধোমুখী আমারো এ বাসন্তী কবিতা।"
শাদা কুন্দ নিরানন্দ হেরি তোর অতি শুভ্র হাসি;
লাল পদ্ম লাজ পায়, হেরি তোর টুক্ টুকে মুখ!

কেমনে কবিতা লিখি ? যাদু ! তুই আনন্দের রাশি !
তোরে হেরি আশা, প্রেম, প্রীতি, স্নেহে, ভরি গেল বুক !
* অপূর্ব্ব বাৎসল্য ভাব চিতে জাগে !—বুঝি এত কালে,
পাব আমি নীলকান্ত-মণি-ধনে, ননীচোরা লালে।

— —

কন্যার আদর।

১

চির-আনন্দের ধন, নয়নের সুখ,
মূর্ত্তিমতী কবিতার কার মধু মুখ ?
বিকচ গোলাপ তুল্য কার মুখখানি ?
ফুল্ল গোলাপেতে গড়া,
কি অধর মনোহরা !
লালে লাল দু-কপোল,
সুগঠিত বাহু গোল ;—
লাবণ্যেতে ঢল ঢল,
সুপবিত্র নিরমল ;—
সর্ব্ব সুষমার সার
সকলি গোলাপি কার ?
সতত হরিত-শাখে,
গোলাপের কুঞ্জে থাকে,

* বৈষ্ণবেরা বলেন, আত্যন্তিক বাৎসল্য ভাবের উদয় হইলে, ভক্ত শ্রীশ্রী শ্রীভগবানের বালকমূর্ত্তি দেখিতে পান।

কোন্ সে গোলাপ রাণী ? সৌন্দর্য্যের রাণী
(মোর) কন্যা সুরধুনী, (মোর) কন্যা সুরধুনী।

২

রাঙা চেলী ঝল্ মলে কার রাঙা অঙ্গে ?
রাঙা রবি নাচে যেন নদীর তরঙ্গে !
ইন্দু-মুখে সুধা ঝরে,
রূপ মা'র ফেটে পড়ে।
র‍্যাফেলের চিত্রশালা,
এ হেন দেবেন্দ্রবালা,
দেখাতে, দেখাতে নারে ;
ভূলোক, দ্যুলোক হারে !
হেরি রূপ মেঘ-বাসে,
চপলা চমকি হাসে !
অপরূপ অতুলনা,
স্বপনের এ রচনা !
কে সে ধন্যা, হেরি যারে অবাক্ অবনী ?
মোর কন্যা সুরধুনী, মোর কন্যা সুরধুনী।

৩

তোমরা কি জাননাক' এ কন্যার রূপে
হেরি আমি মা উমারে ? কায়া অপরূপে,
ছায়াময়ী মায়াময়ী ব'সে আছে চুপে !

প্রতি নরনারী মাঝে,
আমার এ কন্যা রাজে !
ময়ূরের পুচ্ছে পুচ্ছে,
কুসুমের গুচ্ছে গুচ্ছে,
অতুল-আনন্দ-দাত্রী,
আমার এ জগদ্ধাত্রী !
মার রূপে কি উচ্ছ্বাস !
মার মুখে কি উল্লাস !
সারা বিশ্বে করি সুখী,
উঁকি মারে ইন্দুমুখী !
কে এ সৌম্যা ? গুণে লুব্ধা, বিমুগ্ধা অবনী
মোর কন্যা সুরধুনী, মোর কন্যা সুরধুনী !

৪

হেরিছি মা অন্নপূর্ণে ! স্বপনের ঘোরে,
সুস্বাদু ব্যঞ্জন কত দিতেছ মা মোরে !
কুপুত্রে হেরিয়া তবু, হাসিভরা মুখ !
হেরি সে চিকণ হাসি,
মনের তিমির রাশি,
ভয়ে যায় পলাইয়া !
আজি মাগো করি দয়া
এই ক্ষুদ্র কন্যা-রূপে
এলি বুঝি চুপে চুপে ?

চারু অন্ন থালে ধরি,
আসে কন্যা রাজেশ্বরী !
শ্বেত গোলাপের রাশি
এমনি কি উঠে হাসি ?
অন্তিমেও এই বেশে দাঁড়াস্ জননি,—
মোর কন্যা সুরধুনী, মোর কন্যা সুরধুনী !

ফুলরেণু ।

"ফুলরেণু"নামক কোন সুন্দরী বালিকাকে দেখিয়া এই কবিতাটি লিখিত হইল।]

ওমা ফুলরেণু মোহন বালিকা,
তুই যেন ক্ষুদ্র অফুটো মল্লিকা,
কিম্বা মনোহরা গোলাপ-কলিকা
বাসন্তী ফাল্গুনে ;—ও তোর সৌন্দর্য্যে
কি যে যাদু আছে, ও তোর মাধুর্য্যে
কি যে শোভা আছে, পারিনা বলিতে !
হেন দৃশ্য আমি হেরিনি মহীতে।
শ্রাবণ-বৈকালে নয়ন উজ্জ্বলা,
একগাছি তুই বকুলের মালা।
দুর্গা-পূজা দিনে শারদী উৎসবে,
দেবীর শ্রীকণ্ঠে হাসিছে নীরবে,

যেন একগাছি সিউলীর হার
হৃদয়-আঁধারে তুই মা আমার
প্রফুল্ল জ্যোৎস্না, বাতায়ন দিয়া,
তরল আহ্লাদ পড়িছে ঝরিয়া!
বল্ বল্ মোরে লো সুষমাময়ি,
কোন্ পুণ্যরাজ্যে, লো আনন্দময়ি,
ছিলি লুকাইয়া?—আমি ভাগ্যবান্,
হেরি তোরে আজি জুড়াইল প্রাণ!

* * * *

কি মধু-মাখানো কথাগুলি তোর!
আধ' আধ' ভাষে ফুলরেণু মোর,
কথা ক'স্ যবে, আনন্দ-ঝরণা
বহে যায় মরি!—সুন্দর ময়না
কিম্বা লালমুরা, টিয়ে, চন্দনা,
হৃদি-পিঞ্জরের তুই মা আমার!
মরি মরি কিবা সুষমা অপার!
ফল-ফুল-পত্রে হৃদয়ের শাখা,
ভরি যায়, ওরে বসন্তের পাখী,
তুই যবে বসি পল্লবের মাঝে,
গান গা'স্ আহা কোকিলার সাজে!
আঁখি যায় ভরি আনন্দ-বারিতে,
তোর হাসিমুখ হেরিতে হেরিতে!

*　　*　　*　　*

আঁখি মুদে আসে, হ'য়ে যাই চুপ,
ওই চাঁদ মুখে হেরি অপরূপ,
বালিকা রাধার অনিন্দ্য মূরতি !
করি আমি ধ্যান, নেত্রজলে তিতি,
কিশোরী রাধার কিশোর বদন।
মা—মা—মা বলিয়া, বন্দি ও চরণ
নারদের মত করে ল'য়ে বীণা,
করি তোর স্তুতি, অয়ি দেবাঙ্গনা !
চারিধারে মরি ফুটে উঠে ফুল,
যমুনা তরঙ্গ নাচিয়া আকুল !
চারি ধারে মরি রম্য উপবন !
চারি ধারে মরি নব বৃন্দাবন !—
তারি মাঝে তোর মূরতি মোহন !

সাধন বাবু।

১

সাধন! সাধন!
নয়নে অঞ্জন তুই, বদনে চন্দন!
কনকের কণা তুই, চাঁদ তুই রাকা,
কুসুমের গুচ্ছ তুই, ময়ূরের পাখা,
ওরে যাদুধন, মোর যাদুধন।

২

সাধন! সাধন!
কি সুগন্ধ ধরে তোর ও মুখ-নলিন,
হারি মানে "মাকেসর" আর কুন্তলীন!
"জবাকুসুমে"র বাস নহে এত স্নিগ্ধ,
যে হেরে ও চাঁদমুখ সেই হয় মুগ্ধ,
ওরে যাদুধন, মোর যাদুধন।

৩

সাধন! সাধন!
স্বর শুনি বুল্‌বুলি ম'রে যায় লাজে,
মজাইয়া দশ দিশ্‌ শ্যামা যেন দেয় শিশ,
ইডন্‌ উদ্যানে মরি ব্যাণ্ড যেন বাজে,
ওরে যাদুধন, মোর যাদুধন।

৪

সাধন! সাধন!

চোর তুমি নহ যাদু, তুমি গো ডাকাত,
দুপুরেই কর লুট্ সবারি সাক্ষাৎ;
গরীবের ছিল যাহা, সকলি হরিলে আহা
এবে হেরি চাঁদমুখ, গালে দিয়ে হাত!
ওরে যাদুধন, মোর যাদুধন।

শিশুর আদর

১

কোন্ ধন সে? কোন্ ধন সে?
দিবসে কাহার মুখ না হেরিলে পরে,
উজ্জ্বল রবির মুখ মেঘে ঢাকা পড়ে?
(আর) পশে না রবির আলো আঁধার অন্তরে?
মোর ফুলরেণু, মোর ফুলরেণু।

২

কোন্ যাদু সে? কোন্ যাদু সে?
নিশিতে আমরি মরি কার মুখ ঠিক্
জ্বল্ জ্বল্ দীপ্তি পায় দীপের অধিক?
(আর) আঁধারে প্রকাশ পায় যেন রে মাণিক?
মোর ফুলরেণু, মোর ফুলরেণু।

৩

কোন্ মণি সে ? কোন্ মণি সে ?
আঁধার হইলে কার উজ্জ্বল বদন,
নিরানন্দ হ'য়ে যায় আনন্দ-ভবন ?
(আর) সুখ সাধ লাগে যেন আলুনি ব্যঞ্জন ?
মোর ফুলরেণু, মোর ফুলরেণু।

৪

কোন ফুল সে ? কোন্ ফুল সে ?
নিরখিলে কার আহা গালভরা হাসি,
গৃহাঙ্গনে ফুটে উঠে ফুল রাশি রাশি ?
(আর) শিশিরে মাখানো তারা—নহে তারা বাসি !
মোর ফুলরেণু, মোর ফুলরেণু।

৫

কোন্ তারা সে ? কোন্ তারা সে ?
শত প্রজাপতি জিনি, শত ইন্দ্রধনু,
লাবণ্যেতে ঢল ঢল কার ফুলতনু ?
(আর) চাঁদের জোছনা কে গো ? কেবা পুষ্পরেণু ?
মোর ফুলরেণু, মোর ফুলরেণু।

৬

কোন্ চাঁদ সে ? কোন্ চাঁদ সে ?
লাল পদ্ম হ'তে কার মুখখানি ভাল ?
ভৃঙ্গ হ'তে কার দুটী আঁখি-তারা কাল ?

(আর) রূপের প্রভায় কার সারা বিশ্ব আলো ?
মোর ফুলরেণু, মোর ফুলরেণু।

ঠিক উল্টো।

তুই নয়নের বালি, তুই নয়নের বালি,—
তোরে হেরি রেণু মোর আঁখি করে কর্ কর্ !
মনে মনে বলি বাছা, হেথা হতে সর্ সর্ !
ঘোর অবিশ্বাসে,
"ঠিক উল্টো" বলি কন্যা ফুল রেণু হাসে।

২

তুই ঝরা বাসি ফুল, তুই ঝরা বাসি ফুল,—
তোর বদনে নাহি মা রেণু কুন্দের বিকাশ !
তোর অধরে নাহি মা রেণু গোলাপি উল্লাস !
ঘোর অবিশ্বাসে,
"ঠিক উল্টো" বলি কন্যা ফুলরেণু হাসে।

৩

তুই পাঁচ ঠেঙ্গো মাকো'সা, তুই দশ ঠেঙ্গো মাকো'সা,—
তুই নস্ প্রজাপতি, সর্ব্ব অঙ্গ ঝল্‌মল্ !
তুই নস্ মুরীপাখী, লালে লাল সমুজ্জ্বল !
ঘোর অবিশ্বাসে,
"ঠিক উল্টো," বলি কন্যা ফুলরেণু হাসে।

৪

তুই পচাধসা কাঁথা, তুই পচাধসা কাঁথা
তুই নস্ রাঙা চেলী, রেশমের কায করা!
তুই নস্ মখ্‌মল্, চক্ষু যাহে পড়ে ধরা!
ঘোর অবিশ্বাসে,
"ঠিক উল্টো" বলি কন্যা ফুলরেণু হাসে!

৫

তুই মলিন অধর্ম্ম, তুই মলিন অধর্ম্ম,
সাবিত্রীর শুভ্র চিন্তা তুই নস্ লো ডাকিনী!
জানকীর দীপ্তিছটা তুই নস্ লো নাগিনী!
ঘোর অবিশ্বাসে,
"ঠিক উল্টো" বলি কন্যা ফুলরেণু হাসে!

৬

তুই তাড়কা রাক্ষসী, তুই তাড়কা রাক্ষসী,
তুই নস্ নবদুর্গা, সোণার প্রতিমাখানি,
হেরি যারে জুড়ায় মা দাবদগ্ধ পোড়া প্রাণী!
ঘোর অবিশ্বাসে,
"ঠিক উল্টো" বলি কন্যা ফুলরেণু হাসে!